বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ

মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া

বাংলা ভাষায় মুদ্রাক্ষর লিখন (বাংলা টাইপ-রাইটিং) শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক পদ্ধতি অনুমোদিত।

বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ

আল্হাজ্ব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া

BARDDOC Library * Dhaka *

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No. 18549
Date 10-6-04 Sign

বাএ ২৫৭৫

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৯ /মে ১৯৭২। দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৮০/ ডিসেম্বর ১৯৭৩। তৃতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৩/ জুলাই ১৯৭৬। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৮/ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, উপপরিচালক, বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : আশফাক-উল-আলম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ। প্রকাশনার সার্বিক তত্ত্বাবধান : চৌধুরী আবদুর রহমান। মূল্য : ৩৫·০০ টাকা।

BANGLA MUDDRAKSHAR SHIKSHAN : A Type-writing Lesson Book in Bangla by Al-Haj Md. Ekabbar Ali Miah. Published by Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First reprinted in February 1992. Price : Tk. 35·00 only.

ISBN 984-07-2584-X

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোন প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশী পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কর্মটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

নবগঠিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প চলতি অর্থ বছরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থ ব্যতীতও পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

BANSDOC Library Dhaka

শুভেচ্ছা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাকে সর্বস্তরে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ায় সর্বত্রই বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন জানা লোকের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এবং সম্ভবত ভারতেও এতদ্সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ না থাকায় বাংলা টাইপরাইটার মেশিন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা সহজে আয়ত্ত করতে পারছেন না। বাংলা একাডেমীর মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্সের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী এই অভাব পূরণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন দেখে আমি খুবই আনন্দিত। "মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা প্রণালী" বইটি তাঁর কল্যাণ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে । এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবার সাহায্য হলে আমি বিশেষ খুশী হব।

কবির চৌধুরী
পরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তারিখ ঃ ঢাকা
১৫ই মে, ১৯৭২

BANSDOC Library
Accession No. 18549

শুভেচ্ছা

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র পরিচালনায়, নানা কাজে এমন কি, জাতির সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রাক্ষর-লিখন জানা লোকের আশু প্রয়োজন। ইহার ব্যাপক ব্যবহার সভ্য ও স্বাধীন জাতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা দেবার কোন গ্রন্থ না থাকায় বাংলা টাইপরাইটার মেশিন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা সহজে শিক্ষা করতে পারছেন না। বাংলা একাডেমীর মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্সের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী এ অভাব পূরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটি লিখেছেন দেখে আমি খুবই আনন্দিত। মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষায় বইটি দ্বারা অনেকেই উপকৃত হবেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন
কর্মাধ্যক্ষ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তারিখ ঃ ঢাকা
১৫ই মে, ১৯৭২

শুভেচ্ছা

জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষা প্রণালীর উপর একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় কাজের সর্বস্তরে চালু করার জন্য এই ধরনের পুস্তক অত্যাবশ্যক। জনাব একাব্বর আলী এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়াই জানি। তাঁহার রচিত, "বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ" পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সহজ উপায়ে অতি অল্প সময়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষা প্রণালী আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অভিজ্ঞ মহলের মতে পুস্তকখানা উন্নতমানের হইয়াছে।

নতুন শিক্ষার্থীরা তাঁহার পুস্তক হইতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে। আমি পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। এবং আশা করি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় তৃতীয় সংস্করণও সমধিক সমাদৃত হইবে।

গাজীউল হক
আইন উপদেষ্টা, বাংলা একাডেমী
এড্‌ভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

অভিমত

প্রসঙ্গ-কথা

বাঙ্গালী জাতির মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নির্দেশ দান করেছেন। বাংলা ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি, সেই ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা আজ আমরা সবাই কামনা করি। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র পরিচালনায়, জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে, এমন কি জাতির সার্বিক উন্নতির প্রচেষ্টায় মাতৃভাষার ব্যবহারই জাতিকে একটি সমুন্নত স্বাধীন জাতি হিসাবে দ্রুত প্রগতির পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে।

বাংলা ভাষাকে অফিস-আদালতে চালু করতে হলে প্রচুর পরিমাণে বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন জানা লোকের আশু প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এবং সম্ভবত ভারতেও বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা দিবার কোন গ্রন্থ না থাকায় বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাংলা টাইপরাইটার মেশিন পাওয়া গেলেও অনেকেই শিক্ষা প্রণালীর অভাবে তা সহজে আয়ত্ত করতে পারছেন না। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার দিশারী বাংলা একাডেমী জাতীয় এই বাধা দূরীকরণের আশু

প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই একাডেমীতে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলা সাঁটলিপি ও বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন কোর্স নামক একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা হয়েছে। এই কোর্সের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া জাতীয় তাগিদে উদবুদ্ধ হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে বাংলা ভাষায় বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখনের প্রথম বই "বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ" প্রণয়ন করেছেন। আমি তাঁর গ্রন্থটি পাঠ করে গভীর আনন্দ লাভ করেছি। তিনি জাতির একটি সত্যিকার অভাব দূর করতে অগ্রণী হয়েছেন। তাঁর এই উদ্যমে জাতি উপকৃত হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

বাংলা ভাষায় বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন যে বিরাট অন্তরায় ছিল এই গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে তা নিশ্চিতভাবে দূর হয়েছে এবং গ্রন্থটি যে আমাদের প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আশা করি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণও সমধিক মর্যাদা লাভ করবে।

তারিখ ঃ ঢাকা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

লুৎফুল হায়দার চৌধুরী
সচিব
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ভূমিকা

মাতৃভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে প্রচলন করতে হলে, আজকের দিনে, দেশের প্রতিটি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার আবশ্যক। অফিস-আদালতে প্রচুর পরিমাণে বাংলা মুদ্রাক্ষরিকের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাংলা মুদ্রাক্ষরিকের অভাবে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা প্রচলনের বাধা দূরীকরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া, বাংলা ভাষায় বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখনের প্রথম বই "বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ" প্রণয়ন করেছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই বিজ্ঞানে আমার জানামতে বাংলাদেশে এটিই প্রথম পুস্তক। স্বাধীন বাংলাদেশে এ ধরনের বই-এর প্রকট অভাবের মোকাবেলায় জনাব একাব্বর আলীর পুস্তকখানির রচনা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, ভাষাজ্ঞান এবং সর্বোপরি তাঁর আন্তরিকতা এই পুস্তকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট। তাঁর বহুল অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি দেশের ও সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করেছেন।

তাঁর এই কল্যাণময় শুভ প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক সাদর অভিনন্দন জানাই এবং এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। আশা করি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় তৃতীয় সংস্করণও সমধিক মর্যাদা লাভ করবে।

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তারিখ ঃ ঢাকা
১৫ই জুন, ১৯৭৬

মুখবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ব্যাপক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে হলে অর্থাৎ অফিস-আদালতে বাংলা ভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রচলন করতে হলে বাংলা মুদ্রাক্ষর ও বাংলা সাঁটলিপি জানা লোকের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক না থাকায় অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের গতি দ্রুতায়িত হতে পারছে না। ফলে মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে চালু করার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনানুগ কর্মতৎপরতা সম্ভব হচ্ছে না।

অত্যন্ত আশার কথা, জনাব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া জাতীয় তাগিদে উদবুদ্ধ হয়ে এ বিষয়ে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন সংক্রান্ত বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় জাতির যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে এবং পরবর্তীকালের উত্তরসূরীদের কাছে তিনি পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অনেকদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু নানান কারণে আমরা এতদিন দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিতে পারি নি। বর্তমানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। প্রথম সংস্করণের মত বর্তমান গ্রন্থটিও সর্বসাধারণের নিকট আদরণীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ডক্টর মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তারিখ ঃ ঢাকা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বইটি সম্পর্কে মতামতের রিপোর্ট

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সরকার সংগে সংগে ঘোষণা করলেন অফিস আদালতের সমস্ত কাজ-কর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে চলবে। সে সময় দেশে বাংলা টাইপ রাইটারের অভাব প্রকট। ছিটে-ফোঁটা দু' চারটি মেশিন সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। টাইপ রাইটিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যারা যে ভাবে খুশী সেভাবে শিখতে লাগল। চারিদিকে টাইপ রাইটিং শিক্ষার প্রশিক্ষণের বইয়ের হাহাকার। এই হাহাকার পূরণের জন্য এগোবার মত কেউ নেই। জনাব মোঃ একাব্বর আলী সাহেবের ছোট্ট একটি চটি বই সবার সম্বল, সবাই জনাব একাব্বর আলী সাহেবকে তাগিদ দিলেন আরো ভাল বইয়ের। এরই ফলে জনাব মোঃ একাব্বার আলী মিয়ার "বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন"।

বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। বাংলা টাইপ রাইটার যন্ত্রে ৯২টি অক্ষর বা চিহ্ন আছে। এই যন্ত্রের বিভিন্ন চিহ্নের নাম ও উচ্চারণ ভঙ্গি, কলা-কৌশল, যুক্ত শব্দ তৈরি করার কলা-কৌশল এবং ভঙ্গি অত্যন্ত জটিল। উল্লিখিত কারণে শিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে এই ধরনের পুস্তক বাংলাদেশে এবং সম্ভবত ভারতেও এর আগে ছিল না এবং কেউ প্রণয়ন করতেও সাহসী হননি। জনাব মোঃ একাব্বর আলী মিয়াই সর্বপ্রথম এ ধরনের পুস্তক রচনা করে এই অভাব পূরণ করেছেন। বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণের পুস্তক এটাই প্রথম।

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙালী জাতির প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে জনাব একাব্বর আলী মিয়া দীর্ঘকাল এই বিষয়ে শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মুদ্রণের জটিলতা এবং নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি বইটি রচনা করে বিভিন্ন সময়ে বইটির পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজ সরল পদ্ধতি ও পরীক্ষিত প্রক্রিয়াসমূহ এই পুস্তকে নানাভাবে ও নানা কৌশলে সন্নিবেশ করে পুস্তকটিকে আধুনিক মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের সংগে সমন্বয় করেছেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে এর শিক্ষা-প্রণালী আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন।

বইটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। বইটির ভাষা ও ব্যবহার সহজ ও সরল। স্বাধীন বাংলাদেশে এ ধরনের বই-এর প্রকট অভাবের মোকাবেলায় বইটির রচনা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর দীর্ঘকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভাষাজ্ঞান এবং সর্বোপরি তাঁর আন্তরিকতা এই পুস্তকে সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর বহুল অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি দেশের ও সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করেছেন এবং অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এর সাহায্যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য যে সাইজের পুস্তক দরকার তিনি সেই সাইজ বাছাই করে নিয়েছেন। এ সাইজের বইয়ের যে মূল্য হওয়া উচিত ছিল এ মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বাংলাদেশে এ বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর এ অবদান বাংলাদেশের নিকট স্বীকৃতিযোগ্য।

খোন্দকার আবদুর রশিদ
রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব, বঙ্গভবন
ঢাকা।

তারিখ : ১৫ই মে ১৯৭৯ ইং

লেখকের–কথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ঊনিশ শ' বায়ান্ন সালের উদ্দীপ্ত ফাল্গুনে যে কয়টি অগ্নি-গর্ভ রক্ত–পলাশ প্রথম ভূ-লুণ্ঠিত হল, দিগন্তের যবনিকা থেকে তাঁরাই ডাক দিয়ে গেল পূর্ণ স্বাধীনতার সূর্যোদয়কে। ভাষা আন্দোলনের শহীদী আত্মার হাতছানিতে উত্তরকালের সহস্র সংগ্রামী মিছিলে শরিক হল বাংলাদেশের অগণিত মুক্তি–পাগল নর–নারী। লক্ষ লক্ষ অগ্নিময় প্রাণের আত্মাহুতিতে সমগ্র বাংলাদেশ হল শহীদ মিনার — দুর্জয় স্বদেশ এবং মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কালজয়ী প্রতীক। শহীদরা অমর, তাঁরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সংগ্রামের চির অনির্বাণ প্রেরণা। বাংলা ভাষা আজ বিজয়ী ঃ বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু এই বিজয় এবং স্বাধীনতাকে আমাদের প্রাণ–ধারা ও জীবনযাত্রার বাস্তবতার সঙ্গে বহু–বাঞ্ছিত সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলতে হবে। এ কাজ সমগ্র দেশবাসীর। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের জননী জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আজ আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব অপরিসীম। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটবে সেদিন, যেদিন এ দেশের অফিস–আদালতে ও শিক্ষার সর্বস্তরে দেখতে পাব বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে চালু করার মহান দায়িত্ব এ দেশের প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর। এর অগ্রভাগে থাকবে শিক্ষার মশালবাহী ছাত্র সমাজ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নির্দেশ দান করেছেন। এই সরকারী নির্দেশ

আমাদের প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর হৃদয়ের নির্দেশও বটে। বাংলা ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি, সেই ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা এখনও অবহেলিত। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নানা প্রতিক্রিয়াশীল অজুহাত দেখিয়ে বাংলা চালু করা হচ্ছে না। অফিস-আদালতে বাংলা প্রচলন না করবার অজুহাত অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বিশেষ করে যাঁরা ইংরেজির পলিমাটিতে মানুষ হয়েছেন।

অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করতে হলে প্রচুর পরিমাণে সাঁটলিপিকর ও মুদ্রাক্ষরিকের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাঁটলিপিকর ও মুদ্রাক্ষরিক নেই এই অজুহাত দেখিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা বাংলা ভাষার প্রচলনে যাতে কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারেন, সে জন্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী দেশ স্বাধীন হবার পর পরই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' বাহাত্তর থেকে সরকারী সাহায্য-সহানুভূতি ছাড়া "বাংলা সাঁটলিপি ও বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্স" নামক একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স চালু করেন। এই কোর্স থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বেকার অবস্থায় বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারী অফিসে বাংলা সাঁট লিপিকার ও বাংলা মুদ্রাক্ষরিক পদের উমেদারী করছেন। অথচ সরকারী সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে পূর্বের ন্যায় ইংরেজিতে সব কাজ-কর্ম চলছে। ফলে সরকারী সিদ্ধান্ত বাংলা ভাষার পক্ষে থাকলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে কাজ হচ্ছে অন্যরূপ। অথচ বাংলা চালুর পক্ষে আমরা তেমন অসুবিধাই দেখি না। সিংহলে যদি সর্বস্তরে তাদের নিজস্ব ভাষা প্রচলন সম্ভব হয়, চীনে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, জাপানে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আমাদের দেশে তা সম্ভব নয় কেন? যে দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে সে দেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। অতএব মাতৃভাষাকে অবিলম্বে শিক্ষার সর্বস্তরে চালু করতে হবে। এতে নিহিত রয়েছে উন্নতির চাবিকাঠি।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী ১৯৫৮ সালে বাংলা সাঁটলিপি ও বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্স চালু করেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের ফলে অফিস-আদালতে বাংলা সাঁটলিপিকর ও মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগ না করায় ধীরে ধীরে এই কোর্সের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হয়ে আসে। স্বাধীনতার পরে এই কোর্সে ভর্তির জন্য বহু ছাত্র-ছাত্রীর সমাগম হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসনের অভাবে অনেককেই ফিরে যেতে হয়। সরকারের কাছে এই কোর্সের জন্য আর্থিক সাহায্য-সহানুভূতি চাইলে সরকারের তরফ থেকে আজও কোন আশানুরূপ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নি। ফলে, একাডেমীর নিজস্ব তহবিল থেকে এই কোর্সের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারী সাহায্য ও সমানুভূতি পেলে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ইংরেজি টাইপিস্টদেরকে বাংলা টাইপে ট্রেনিং দেওয়া হতো, ফলে বাংলা সর্বস্তরে চালুর পথ সুদূরপ্রসারতা লাভ করতো। আমি এই কোর্সের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করে আসছি। বাংলাদেশে বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা দিবার কোন শিক্ষা-প্রণালী নেই। ফলে, বাংলা টাইপ-রাইটার প্রচুর পাওয়া গেলেও অনেকেই শিক্ষা-প্রণালীর অভাবে তা সহজে আয়ত্ত করতে পারছেন না। জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে এই জাতীয় বই-এর আশুপ্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করে এই শিক্ষা-প্রণালীটির প্রথম সংস্করণ উনিশ শ বাহাত্তরের মে মাসে সুধীজনের হাতে তুলে দেই। বইটি প্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। বইটি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর চাহিদা অনুসারে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা হলো। এই সংস্করণে ভুলভ্রান্তি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে পুনরায় সুধীজনের হাতে তুলে দিলাম।

অমর শহীদদের আত্মা আজও আমাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ যদি আমরা সম্পূর্ণ না করি, তবে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে না, তাঁরা ক্ষমা করবে না আমাদের কিছুতেই। আমি কোন সাহিত্যিক নই। তবু আমার এই কঠোর পরিশ্রম দেশের মানুষের উপকারে আসলে শহীদী আত্মার অসম্পূর্ণ কাজে কিছুটা সহায়তা করতে পেরেছি এই আশায় নিজেকে ধন্য মনে করব। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে আমার নানারূপ ভুলভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এই ত্রুটির জন্য সুধীসমাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মোঃ একাব্বর আলী মিয়া
বাংলা একাডেমী

তারিখ ঃ ঢাকা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের পূণ্য স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে অফিস আদালতসহ জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী ১৯৫৮ সালে বাংলা সাঁটলিপি ও বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষা কোর্স নামে একটি কোর্স চালু করে। আমি তখন থেকেই বাংলা একাডেমীর মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্সের একজন শিক্ষক। তা ছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছি। ঢাকার এবং ঢাকার বাইরের অধিকাংশ মুদ্রাক্ষরিক আমার ছাত্র। বাংলাদেশে বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রকার শিক্ষা-প্রণালী না থাকায় ১৯৬২ সালে বাংলা টাইপ-রাইটারের নতুন মডেলসহ একটি শিক্ষা-প্রণালীর পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করবার জন্য পেশ করি। আমার উক্ত মডেল ও পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার জন্য শ্রদ্ধেয় শহীদ অধ্যাপক মরহুম মুনীর চৌধুরীর কাছে একাডেমী কর্তৃক পাঠানো হয়। কিন্তু আমার পেশকৃত মডেল ও পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত আমাকে জানানো হয় নি। অবশ্য পরে মরহুম চৌধুরী সাহেব নিজেই একটি বাংলা টাইপ-রাইটারের মডেল সাবেক বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে পেশ করেন এবং এই মডেলটি আজ মুনীর অপটিমা বলে পরিচিত।

যাহোক, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের গণদাবী জোরদার হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বাংলা মুদ্রাক্ষরিকের প্রয়োজনও সর্বত্র অনুভূত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে আমি বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রশিক্ষণ প্রণালীর এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি প্রকাশ করি এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

পরে বাংলা একাডেমী এই পুস্তকের আরেকটি সংস্করণ বের করে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের পাঁচ হাজার কপি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আগের দু'টি সংস্করণে যে সব ভুল-ভ্রান্তি ছিল এবার তা সম্পূর্ণ সংশোধন এবং স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সুধীবৃন্দের হাতে তুলে দিলাম। এ গ্রন্থ আমার দীর্ঘকালের শ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। এবং বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রশিক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক।

দীর্ঘ ১৯ বৎসরের অধিককাল এই বিষয়ে শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অতি অল্প সময়ে অল্পায়াসে নির্ভরযোগ্যভাবে শিক্ষা-প্রণালী আয়ত্তের পরীক্ষিত প্রক্রিয়াসমূহ এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ একাব্বর আলী মিয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাল্য শিক্ষাগুরু জনাব বুজরুক আলী সাহেবের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশে বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা দিবার মতো কোন গ্রন্থ না থাকায় এই বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনার পরামর্শ দিলে আমি বহু পরিশ্রম সহকারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। এ ব্যাপারে তদানীন্তন বাংলা একাডেমীর কর্মাধ্যক্ষ জনাব আহমদ হোসেন, অফিস তত্ত্বাবধায়ক জনাব শেখ আব্দুল আমিন, অফিসার জনাব বজলুর রহমান খান আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। তাঁদের কাছে সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। স্বাধীনতার পর পরই জনাব মওলানা মুজীবর রহমান মুরাদ প্রেস থেকে আমার এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ করে আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করেছেন। আমার নিকটতম প্রতিবেশী শ্রদ্ধেয় ভাবী হাছিনা আক্তার দিলারা বেগম এবং শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ মুজাদ্দেদ সাহেব তাঁদের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এর ভাষাগত উন্নতি সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন। বাংলাদেশ বেতারের সাঁটলিপিকার জনাব মোঃ এরশাদ আলম, মুদ্রাক্ষর লিখন শিক্ষা কোর্সের শিক্ষক জনাব সালামত খান, শুভানুধ্যায়ী সর্বজনাব মোঃ জহুরুল হক, মোঃ মাছোম, মোঃ জিল্লুর রহমান, সুশীল কুমার বড়ুয়া, সুধাময় রাউতসহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এঁদের সকলের ঋণ অপরিশোধ্য। এই সঙ্গে জনাব আল-কামাল আবদুল ওহাবের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সংস্কৃতি বিভাগ আমার পুস্তকটি অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সংগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমার পুস্তকটি সবচেয়ে উপযোগী বিবেচনায় এর তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের কয়েকজন স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও আইনজীবী এই পুস্তকের উপর তাঁদের সুচিন্তিত মূল্যবান অভিমত প্রদান করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল।

বাংলা টাইপ-রাইটারের যে অক্ষর বা চিহ্ন আছে তা অবিকলভাবে ছাপাবার ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। অবিকল অক্ষর বা চিহ্ন না থাকায় অন্য অক্ষর বা চিহ্নকে কেটে-মুছে অবিকল অক্ষর তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এই অক্ষর বা চিহ্ন তৈরির ব্যাপারে একাডেমীর প্রেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব আবদুর রহমান, ফোরম্যান জনাব আফজাল হোসেন, কম্পোজিটার জনাব গোলাম মোস্তফা ও জনাব আব্দুল মান্নান নানাভাবে আমাকে সাহায্য, আদেশ-উপদেশ দিয়ে গ্রন্থের মান উন্নয়নে সহায়তা করেছেন।

মুদ্রণের জটিলতা ও নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পুস্তকখানা সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টার ক্রটি করা হয়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সঠিক চিহ্ন এবং বাংলার দুরূহ যুক্ত শব্দ তৈরির কলা-কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে দেখাতে সমর্থ হইনি। এই ব্যর্থতার জন্য অপরিসীম দুঃখ রইল। পুস্তকখানার উন্নতিকল্পে অভিজ্ঞ মহলের উপদেশ ও গঠনমূলক সমালোচনা বিশেষভাবে কামনা করি।

মোঃ একাববর আলী মিয়া

এখানে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের পরিচয় এবং ব্যবহারের পদ্ধতি দেখানো হইল। মুদ্রাক্ষরিক যন্ত্রের চিত্রসহ যন্ত্রাংশের পরিচয় ও স্থান শেষ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট চিত্রে দেখুন।

১। মেশিনের চারটি সারিতে মোট ৪৬টি বোতাম বা 'কী' আছে। এই বোতামগুলিকেই 'কী-বোর্ড' বা বোতাম ঘাট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত ৪৬টি বোতামের উপরে ও নিচে দুইটি করিয়া অক্ষর বা চিহ্ন আছে। এই বোতামে সর্বমোট ৯২টি বাংলা অক্ষর বা চিহ্নের সাহায্যে বাংলা যুক্ত শব্দ গঠন করিবার কলাকৌশলসহ শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে।

২। বোতামগুলির শীর্ষে মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে যে দণ্ডটি আছে ইহাকে 'টেবুলেটার বার' বলা হয়। এই সমান্তরাল দণ্ডটিকে টেবুলেটার সেট করিবার পর চাপ দিলেই নির্দিষ্ট স্থানে রোলার আসিয়া থামিয়া যায়।

৩। টেবুলেটার বারের ডানে যোগ চিহ্নিত বোতামটিকে 'টেবুলেটার সেটিং কী' বলা হয়। এই বোতামটি চাপ দিলেই টেবুলেটার কলুপ আটক হইয়া যায়।

৪। টেবুলেটার বারের বামে বিয়োগ চিহ্নিত বোতামটিকে 'রিলিজ কী' বলা হয়। এই বোতামটিকে চাপ দিলে টেবুলেটার সেটিং বোতাম মুক্ত হইয়া যায়।

৫। টেবুলেটার সেটিং বোতামের পার্শ্বে যে বোতামটি আছে ইহাকে 'টাইপ বার ডিসেনট্যাংলার কী' বলা হয়। একই সঙ্গে একাধিক বোতামে চাপ পড়িলে রোলারের কাছে মুদ্রণ দন্ডগুলি আসিয়া একত্রে জড়াইয়া যায়। এই মুদ্রণ দন্ডের জট ছাড়াইতে বোতামটিকে চাপ দিতে হয়।

৬। শীর্ষ সারির বরাবর ডানদিকে তীর চিহ্নিত বোতামটিকে 'ব্যাক স্পেস কী' বলা হয়। এই বোতামটি চাপ দিয়া রোলার পিছন দিকে ফিরাইয়া আনিয়া ভুল সংশোধন করা হয়। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মুদ্রণের ভুল সংশোধনের জন্য দুইবার এবং া ি ু ইত্যাদির ক্ষেত্রে একবার চাপ দিয়া ভুল সংশোধন করিতে হইবে।

৭। অংগুলীস্থাপক সারির বাম দিকে নিম্নমুখী তীর চিহ্নিত বোতামটিকে 'সিফট লক কী' (ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম) বলা হয়। এই বোতামটি চাপ দিলে ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম 'সিফট্ কী' আটক হইয়া যায়।

৮। নিম্নতম সারির দুই দিকে দুইটি বোতাম আছে ইহাকে 'সিফট্ কী' (ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম) বলা হয়। বোতামের উপরের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিবার আগেই এই বোতামকে চাপিয়া ধরিতে হইবে। ডান দিকের অক্ষর মুদ্রণের সময় বাম হাতের কনিষ্ঠ আংগুল এবং বাম দিকের অক্ষর মুদ্রণের সময় ডান হাতের কনিষ্ঠ আংগুলে এই বোতাম চাপিয়া ধরিতে হয়।

৯। কী-বোর্ডের ডান পার্শ্বে মেশিনের গায়ে লাল, সাদা ও সবুজ রং-এর চিহ্নিত যে চাবিটি আছে ইহাকে 'রিবন কন্ট্রোল চেন্‌স' বলা হয়। লাল ও কালো ফিতায় টাইপ করিবার সময়ে লাল চিহ্নিত অংশ চাবির মাঝখানে রাখিলে লাল রং-এর টাইপ হইবে এবং সবুজ অংশ মাঝখানে রাখিলে কালো রং-এর টাইপ হইবে। সাদা অংশ মাঝখানে রাখিলে রিবন কাজ করিবে না এবং এই প্রক্রিয়ায় স্টেনসিল কাটিতে হইবে।

১০। বাম দিকের গায়ের চাবিকে 'টাচ্ কেন্ট্রোল চেনস্' বলা হয়। ইহার দ্বারা টাইপ দণ্ডের স্ট্রোক্ বা আঘাত কাগজের উপর কি পরিমাণ পড়িবে তাহা আয়ত্বে আনা যায়। ইহা কম বা বেশি কপি টাইপ করার সময় সমন্বয় করিয়া লইতে হয়।

১১। দ্বিতীয় সারির বরাবর বাম দিকে দুই দিকে তীর চিহ্নিত বোতামকে 'মার্জিন রিলিজ কী' বলা হয়। প্রতি সারি মুদ্রণের শেষে মার্জিন সেটারের শেষ প্রান্তে গেলেই সমাপ্তি ঘন্টাধ্বনি হয়। তখন ক্যারেজ সঞ্চালন হাতল ধরিয়া ক্যারেজ পূর্ব স্থানে ফিরাইয়া আনিতে হয়। ঘন্টাধ্বনির পর আরো দুই একটি অক্ষর মুদ্রণের জন্য এই বোতাম চাপ দিতে হয়।

১২। মেশিনের ক্যারেজে সঞ্চালন করিবার জন্য সামনের দিকের হাতলটিকে 'লাইন স্পেস লীভার' বলা হয়। ইহা লাইন শেষ হইবার পর পরবর্তী লাইন টাইপ করিবার জন্য বাম দিকে সঞ্চালন করিতে হয়।

১৩। ক্যারেজের উপরে ঊর্ধ্বমুখী ডান দিকের দণ্ডটিকে 'রাইট হ্যাণ্ড কারেজ রিলীজ' বলা হয়। এই দণ্ডটিকে নীচের দিকে নামাইয়া দিলে ক্যারেজ ঢিলা হইয়া যায়। কাগজ মেশিনে

ঢুকাইবার পর আঁকা বাঁকা হইলে দণ্ডটিকে নিচের দিকে চাপিয়া ধরিলে ক্যারেজ আলগা হইয়া যায়। তখন সুবিধা অনুসারে কাগজ এদিকে-ওদিকে সরাইয়া নেওয়া যায় এবং কাগজ বাঁকা থাকিলে তাহাও সোজা করিয়া লওয়া যায়।

১৪। ক্যারেজের উপরিভাগে দুইটি প্রান্ত নিয়ন্ত্রক যোজনা বা কলুপ দেওয়া আছে। ইহাকে 'মার্জিন সেটার বলা হয়। কাগজের দুই দিকের সীমারেখা নির্ধারণ করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। মেশিনে কাগজ সন্নিবেশ করিবার পর পরিমাণ মত দুই দিকের সীমারেখা ঠিক করিয়া প্রান্ত নিয়ন্ত্রক কলুপ দুইটির বাম দিকের দণ্ডটিকে 'লেফট্ হ্যাণ্ড মার্জিন সেটার' এবং ডান দিকের দণ্ডটিকে 'রাইট হ্যাণ্ড মার্জিন সেটার' বলা হয়।

১৫। ক্যারেজের পিছন দিকে যে দুইটি দণ্ড আছে ইহাকে 'টোটেল ক্লিয়ার কী' বলা হয়। এই দণ্ড পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিলে সমস্ত যতি আটক কলুপ মুক্ত হইয়া যায়।

অন্যান্য যন্ত্রাংশের নাম ও কোথায় কোন্‌টি আছে পরিশিষ্ট 'ক' চিত্রে দেখুন।

অপটিমা

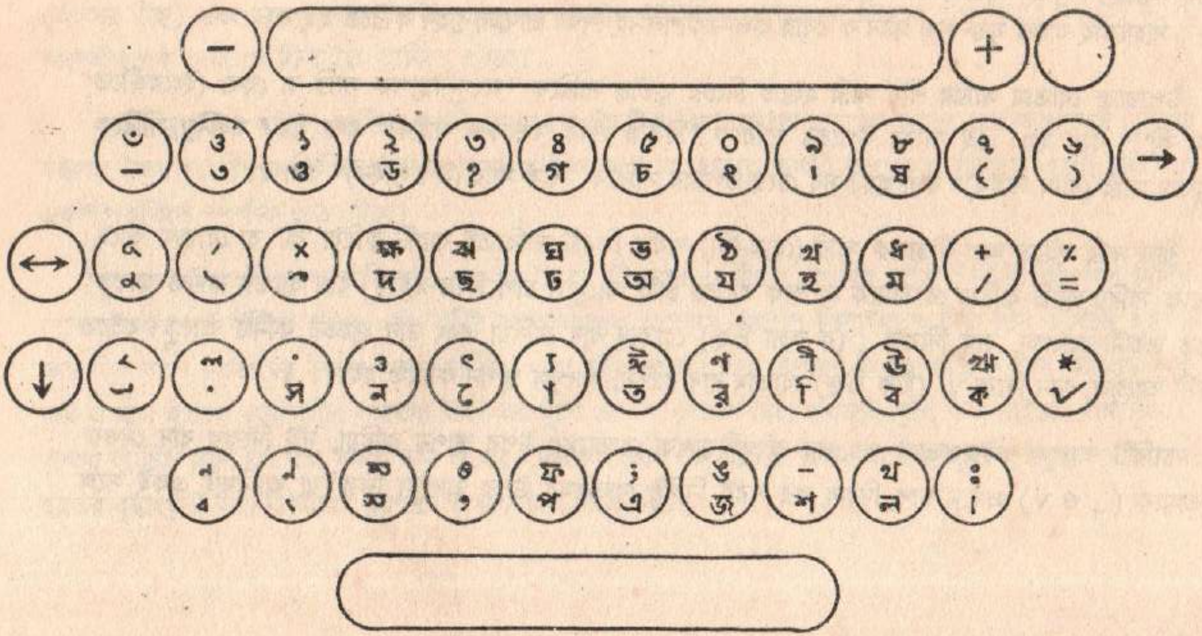

শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে দু'টি কথা

উপরের চারিটি সারির সর্বনিম্ন সারি ছাড়া উপরের প্রত্যেক সারিতে বারটি বোতামে বা কী'তে ২৪টি করিয়া অক্ষর

বা চিহ্ন আছে। নিম্নতম সারিতে ১০টি বোতামে বা কী'তে ২০ অক্ষর বা চিহ্ন আছে। এই বোতাম সারির ৯২টি অক্ষর বা চিহ্নের সাহায্যেই বাংলা যুক্ত শব্দ গঠন করিবার কলা-কৌশলসহ শিক্ষা প্রাণালী গ্রহণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত বোতাম সারির শীর্ষ সারি হইতে নিচের তৃতীয় সারিকে "অংগুলীস্থাপক সারি বা কেন্দ্র (ইংরেজীতে 'হোম কী')" বলা হয়। এই সারির উপরের সারিকে "দ্বিতীয় সারি (সেকেণ্ড লাইন)" বলা হয়। সর্বনিম্ন সারিকে "নিম্নতম সারি (বটম লাইন)" বলা হয়। সব চেয়ে উপরের সারিকে "শীর্ষ সারি (টপ লাইন)" বলা হয়।

শীর্ষ সারি হইতে অংগুলীস্থাপক সারি (হোম-কী) পর্যন্ত তিনটি সারিতেই বারটি করিয়া 'কী' বা বোতাম আছে। প্রত্যেক সারির ছয়টি করিয়া বোতামকে প্রত্যেক হাতের চারি আংগুলে চাপ দিতে হইবে। বাম হাতের কনিষ্ঠ আংগুল হইতে তর্জনী আংগুল, বাম দিকের ্র (র-ফলা চিহ্ন) বোতাম বাদ রাখিয়া এবং ডান হাতের কনিষ্ঠ আংগুল হইতে তর্জনী আংগুল, ডান দিকে √ (টিক চিহ্ন) বোতাম বাদ রাখিয়া আংগুল স্থাপন করিতে হইবে।

চারিটি আংগুল এইরূপভাবে পর পর অংগুলীস্থাপক বোতামের উপর স্থাপন করিয়া, দুই দিকের বাদ দেওয়া বোতামকে (্র ও √) প্রথমে চাপ দিবার পর পরই নির্দিষ্ট বোতামের উপর আংগুল ফিরাইয়া আনিয়াই একই সঙ্গে

নির্দিষ্ট বোতামকেও চাপ দিতে হইবে। অনুরূপভাবে বাম হাতের তর্জনী আংগুলের পার্শ্বের অতিরিক্ত বোতাম া (আকার চিহ্ন) এবং ডান হাতের তর্জনী আংগুলের পার্শ্বের অতিরিক্ত বোতাম ত চিহ্নকে চাপ দিয়াই আংগুল নির্দিষ্ট অংগুলীস্থাপক বোতামে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

সর্ব নিম্ন (বটম লাইন) সারিতে দশটি বোতামকে পাঁচটি করিয়া বোতাম প্রত্যেক হাতের চার আংগুলেই চাপিতে হইবে। উভয় পার্শ্বের অতিরিক্ত বোতাম প ও এ চিহ্নকে উভয় হাতের তর্জনী আংগুলের সাহায্যে একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে স্পর্শ করিতে হইবে।

কেন্দ্র বা অংগুলীস্থাপক সারি হইতে সকল স্তরের (উপরের ও নীচের) সারির বোতাম নির্দিষ্ট আংগুলে নির্দিষ্ট বোতামকেই স্পর্শ করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট অংগুলীস্থাপক বোতামে আংগুল ফিরাইয়া আনিয়া স্থির রাখিতে হইবে। স্বাভাবিক চাপে বোতামের নিচের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু উপরের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিবার পূর্বে বাম ও ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলীর সাহায্যে ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে চাপ দিয়া ধরিলেই মুদ্রণ করা যাইবে। বাম দিকের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিবার সময়ে ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলী এবং ডান দিকের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিবার সময়ে বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলী দ্বারা ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে চাপ দিতে হইবে।

অংগুলীস্থাপক ('হোম-কী'র) সারি ঃ প্রথম প্রণালী

(উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ ছাড়া)

অংগুলীস্থাপক সারির বাম দিকের ্র (র-ফলা) চিহ্ন বাদ রাখিয়া . বিন্দু চিহ্নের উপর কনিষ্ঠ আংগুল স্থাপন-পূর্বক . (বিন্দু) হইতে ে (এ-কার) চিহ্ন পর্যন্ত পর পর চারিটি আংগুল (কনিষ্ঠ হইতে তর্জনী) স্থাপন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে ডান দিকের √ (টিক) চিহ্নকে বাদ রাখিয়া ক চিহ্ন হইতে র চিহ্ন পর্যন্ত কনিষ্ঠ হইতে তর্জনী আংগুল স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপভাবে আংগুল স্থাপনের পর বাদ দেওয়া অক্ষর বা চিহ্নকে প্রথমে স্পর্শ করিয়াই অংগুলীস্থাপক বোতামের চিহ্নকে স্পর্শ করিতে হইবে। দুই পার্শ্বের অতিরিক্ত বোতামের (া আকার ও ত) চিহ্নকে অংগুলীস্থাপক বোতামের অক্ষর বা চিহ্নকে স্পর্শ করিবার পর পরই নির্দিষ্ট স্থানে আংগুল ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

অংগুলীস্থাপক সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী

(ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ প্রয়োগে)

প্রত্যেক বোতামে দুইটি করিয়া অক্ষর বা চিহ্ন আছে। স্বাভাবিক চাপ দিয়া বোতামের নিচের চিহ্নগুলি মুদ্রণ করিতে হইবে। উপরের অক্ষরগুলিকে মুদ্রণ করিবার পূর্বে (সিফ্‌টি-কী) ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে চাপ দিয়া ধরিতে হইবে। বাম দিকের চিহ্ন মুদ্রণ করিবার সময়ে ডান হাতের কনিষ্ঠ আংগুল দ্বারা এবং ডান দিকের অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিবার পূর্বে বাম হাতের কনিষ্ঠ আংগুল দ্বারা ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপিয়া ধরিতে হইবে। এইভাবেই সকল স্তরের উপরের অক্ষর মুদ্রণ করিবার পূর্বে ঊর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপিয়া ধরিলেই উপরের অক্ষর মুদ্রণ করা যাইবে। প্রথম প্রণালীর ন্যায় একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় প্রণালীর অক্ষর বা চিহ্নগুলি মুদ্রণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সারি ঃ প্রথম প্রণালী

(উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ ছাড়া)

অংগুলীস্থাপক সারির নির্দিষ্ট বোতাম হইতে প্রথম প্রণালীর ন্যায় উভয় দিকের ু (উ-কার) ও = চিহ্ন বোতামকে প্রথমে স্পর্শ করিয়া নির্দিষ্ট আংগুলে নির্দিষ্ট অক্ষরকে স্পর্শ করিয়াই অংগুলীস্থাপক বোতামে আংগুল ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ অংগুলীস্থাপক বোতাম হইতেই চারটি আংগুলে উপরের ও নীচের বোতামগুলির অক্ষর বা চিহ্নকে স্পর্শ করিবার কলা-কৌশল আয়ত্ব করিতে হইবে। অংগুলীস্থাপক বোতামের উপরে আংগুল সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় স্থির রাখিতে হইবে। এই অভ্যাস আয়ত্ব করিতে না পারিলে শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ, মুদ্রণের গতি বৃদ্ধি এবং নির্ভুল মুদ্রণ করা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী

(উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ প্রয়োগে)

প্রথম প্রণালীর ন্যায় একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে অক্ষর বা চিহ্ন মুদ্রণ করিতে হইবে। মুদ্রণ করিবার পূর্বে উভয় দিকের উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে শুধু কনিষ্ঠ আংগুলের সাহায্যে চাপিয়া ধরিতে হইবে।

নিম্নতম সারি ঃ প্রথম প্রণালী

(উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ ছাড়া)

অংগুলীস্থাপক সারি হইতে নির্দিষ্ট আংগুলে নিম্নতম সারির পাঁচটি করিয়া বোতামকে প্রথম প্রণালীর ন্যায় স্পর্শ করিয়াই অংগুলীস্থাপক বোতামে আংগুল ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অতিরিক্ত বোতাম প ও এ চিহ্নকে তর্জনী আংগুলের সাহায্যে স্পর্শ করিতে হইবে।

নিম্নতম সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী

(উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতাম চাপ প্রয়োগে)

দ্বিতীয় প্রণালী উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে চাপ দিয়া ধরিয়া প্রথম প্রণালীর ন্যায় একই নিয়মে ও একই প্রদ্ধতিতে মুদ্রণ করিতে হইবে।

শীর্ষ সারি ঃ প্রথম প্রণালী ও দ্বিতীয় প্রণালী

(চাপ ছাড়া ও চাপ প্রয়োগে)

কেন্দ্র ও দ্বিতীয় সারির ন্যায় একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে অংগুলীস্থাপক সারির নির্দিষ্ট বোতাম হইতে শীর্ষ সারির বোতামকে স্পর্শ করিতে হইবে এবং আংগুল স্পর্শ করিবার পর পরই অংগুলীস্থাপক সারির নির্দিষ্ট বোতামে নির্দিষ্ট আংগুল স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রণালী উর্ধ্বাক্ষর মুদ্রণ বোতামকে চাপ দিয়া ধরিয়া একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে স্পর্শ করিতে হইবে।

উপরিউক্ত চারিটি সারির বোতামগুলির অক্ষর বা চিহ্ন অংগুলীস্থাপক নির্দিষ্ট আংগুল দিয়া স্পর্শ করিয়াই অংগুলীস্থাপক বোতামে ফিরাইয়া আনিবার অভ্যাস করিতে হইবে। যিনি যত বেশি আংগুল সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের অভ্যাস করিতে পারিবেন, তিনি তত তাড়াতাড়ি শিক্ষা প্রণালী আয়ত্ব করিতে সক্ষম হইবেন এবং মুদ্রণের গতিও তাঁহার বেশি হইবে।

অক্ষর পরিচিতি

অংগুলীস্থাপক বোতাম ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতের আংগুলে বাম দিক হইতে ডান দিকে

্র . স ন ে া

র-ফলা,বিন্দু, দন্ত্য-স, দন্ত্য-ন

এ-কার আকার

ডান হাতের আংগুলে ডান দিক হইতে বাম দিকে

ত র ি ব ক √

ত র ি ব ক √

টিক চিহ্ন

অংগুলীস্থাপক বোতাম ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

ৃ ল . 3 ৎ ্য

ঋ-কার, ল যুক্ত ছোট ল . দশমিক চিহ্ন

ঞ-আক্রা ৎ ্য য-ফলা

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

ঈ ণ ী উ ঋ *

ঈ ণ ী উ ঋ *

স্টার চিহ্ন

টিকা ঃ 3 এই আক্রা দিয়া বিজ্ঞান, কৃষ্ণ, বিজ্ঞ ইত্যাদি লেখা যায়।

দ্বিতীয় সারি ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

দ ছ ঢ

উ-কার, মাত্রা ক্র চিহ্ন

দ ছ ঢ

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

অ য হ ম / =

অ য হ ম / =

অবলিক, সমান চিহ্ন

টিকা ঃ এই মাত্রা চিহ্নের সাহায্যে ট ই উ ৈ ী তৈরী করা হয়।
চিহ্ন দ্বারা ক্র ক্ত যেমন — ভক্তি, চুক্তি, আক্রমণ ইত্যাদি লেখা যায়।

দ্বিতীয় সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

× ক্ষ ঝ ঘ

(উ-কার) ´ (রেফ চিহ্ন) × (ক্রস চিহ্ন)

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

ভ ঠ খ ধ + %

ভ ঠ খ ধ + %

(যোগ চিহ্ন) (শতকরা চিহ্ন)

নিম্নতম সারি ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

ব ্ ন্ন , প

ব (যুক্ত ব-ফলা) ্ (হ-সন্ত চিহ্ন)

ন্ন (যুক্ত ম-ফলা) , কমা প চিহ্ন

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

এ জ শ ল ।

এ জ শ ল । (দাঁড়ি)

নিম্নতম সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

ন ্ম ম ষ ফ

ন (যুক্ত ন-ফলা) ্ম (যুক্ত ম-ফলা) ম (যুক্ত-ম)

ষ (যুক্ত মুধ্যর্ণ-ষ) ফ

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

; ঙ — থ ঃ

; সেমিকোলন, ঙ — ড্যাস থ ঃ বিসর্গ

Library * RAMSDOOS

শীর্ষ সারি ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

— ঁ ও ড ? গ

— মাত্রা ঁ (যুক্ত ছোট ত) ও ড ?' গ ও

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

চ ৎ , য ( )

চ ৎ , য ( )

শীর্ষ সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডান দিকে

3 ১ ২ ৩ ৪

3 এই চিহ্ন দ্বারা (ন+ত+ু)

যেমন কিন্তু, অধিকন্তু লেখা যায়।

ডান হাতে ডান দিক হইতে বাম দিকে

৫ ০ ৯ ৮ ৭ ৬

৫ ০ ৯ ৮ ৭ ৬

অক্ষর পরিচিতি ও উহার ব্যবহার

অংগুলীস্থাপক বোতাম ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতের আংগুলে বাম দিক হইতে ডানে

্ . স ন ে া

ডান হাতের আংগুলে ডান দিক হইতে বামে

√ ক ব ি র ত

ডান হইতে বামে

া ে ন স . ্

বাম হইতে ডানে

ত র ি ব ক √

বক কাক বাবা নানা তারা নাক বাকি ব্রত বাসা তিনি সিক ব্রাস বাতাস বোরাক নাসিকা কবিতা ববিতা বসন কানন কবর রতন কনকনে রাতারাতি বকাবকি রবিবার সরাসরি সরকার বরাবর কানাকানি নানানানি কাকাকাকি সনাতন কততারা।

কাক কা কা করে। বাবা রবিবার রাতে সোনা কিনিবেন। নানা রতনকে বকাবকি করেন। নানি রাতকানা। তোরা বাবাকে বাতাস কর। তিনি রাতারাতি বাসা করবেন।

অংগুলীস্থাপক বোতাম ঃ দ্বিতীয় প্রণালী

(চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডানে

‹ ল . ঙ ৎ ্য

ডান হাতে ডান দিক হইতে বামে

* ঋ উ ী ণ ঈ

ডান হইতে বামে

্য ৎ ঙ . ল ‹

বাম হইতে ডানে

ঈ ণ ী উ ঋ *

কৃতি বাক্য নিত্য কাব্য ঋণ ক্লাব ক্লাস সৎ তৃণ নব্য বন্যা কন্যা ঋণী রাবণ কিরণ নীরব ব্যবসা স্যার কেরানি রাণীর ব্যাকরণ বাৎসরিক সত্যাসত্য বিবরণ বিতরণ রাণীরতরী বোকামি।

কাকার বাৎসরিক ঋণ কত। কোন ক্লাসের ব্যাকরণই নাই। কেরানির বাক্য সত্য। তিনি বারবার নাসিকা বরাবর বাতাস করেন। রাবণ ক্লাবে বাৎসরিক বিবরণ বিতরণ করিবেন।

দ্বিতীয় সারি ঃ অক্ষর পরিচিতি

প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম হইতে ডানে

ঁ ঃ ২ ং দ ছ ঢ

ডান হইতে বামে

ঢ ছ দ ং ২ ঁ

ডান হাতে ডান হইতে বামে

= / ম হ য অ

বাম হইতে ডানে

অ য হ ম / =

বই মই ইট ঢাকা দাদু মায়া মম আম টিকা টক দই আহার আযান ঢাকাই সীমানা সুনাম আমরা মৌমাছি কুকুর যাযাবর হাটাহাটি যাতায়াত মমতা মহোদয় দানবীর কোরবানী নিদারুণ বাহাদুরী ইতিহাস হাতিয়ার হীনমনা দীনদার সেনাবাহিনী মনোয়ারা কানামাছি আমাদের তাহাদের হানাহানি।

আমরা ঢাকায় বাস করি। কুকুরছানাটির আহারের সময় হইয়াছে। দাদুর ছাতাটি সাদা। ইহাতে তাহার কোন মতামত নাই। তাহাদের বাদানুবাদ অনুমান করা যায় না। তিনি রিকসায় যাতায়াত করেন।

দ্বিতীয় সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী
(চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম দিক হইতে ডানে

ৎ ´ × ক্ষ ঝ ঘ

ডান হইতে বামে

ঘ ঝ ক্ষ × ´ ৎ

ডান হাতে ডান দিক হইতে বামে

% + ধ খ ঠ ভ

বাম হইতে ডানে

ভ ঠ খ ধ + %

তর্ক বক্ষ রক্ষা ঝুটা ছোরা কাঠ ঠেস ধোকা বিতর্ক ঝাঝরা কঠিন কীর্তি ঝনঝন ঘোরতর ধরাধরি ভিটামাটি ধামাধরা ধুমধাম ঝুনঝুনি কোনঠাসা নির্মাণ সহানুভূতি ক্ষুদ্রাকৃতি সৌহার্দ্য আনন্দদায়ক অধ্যবসায় অভিবাদন অভিভাবক হঠকারিতা ভারতবাসী কর্তব্যসাধন মৎস্যনীতি ন্যূনতম মন্দাভাব মহার্ঘ্যভাতা অতিক্রম অভিনব তর্কাতর্কি তৎক্ষণাৎ বুঝাবুঝি মুহ্যমান সহানুভূতি খোকাখুকু সাধারণভাবে।

অকারণে তর্কাতর্কি করা মোটেই ঠিক নয়। তরতর করিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। নৌকাটি নদীর তীরে ধীরে ধীরে আসিতেছে। দরিদ্রকে দান কর। রবিবার ছুটির দিন। খোকাখুকি ছুটাছুটি করিতেছে।

নিম্নতম সারি ঃ প্রথম প্রণালী

(চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম হইতে ডানে

্ব ্ ঁ , প

ডান হইতে বামে

প , ঁ ্ ্ব

ডান হাতে ডান হইতে বামে

। ল শ জ এ

বাম হইতে ডানে

এ জ শ ল ।

পাপ পানি শশি লাল জজ লম্বা জাম্প একা একক অম্বল সম্পদ দুম্বা প্রণালী স্বভাব জাহাজ কলম প্রবেশ পরাধীন প্রত্যাখ্যান পল্লীবাসী পরামর্শ কল্যাণসাধন বশীভূত পরিদর্শনকারী কোলাকুলি লালবাগ কেল্লা লালন–পালন কলা–কৌশল ঐশ্বর্যশালী।

আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি। জাহাজটি লাল, নীল, সবুজ ও সাদা আলো জ্বালিয়ে সমুদ্র হইতে ধীরে ধীরে বন্দরে প্রবেশ করিতেছে। জাতীয় সম্পদ এলোমেলোভাবে বা এলোপাথাড়িভাবে যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা ঠিক নহে।

নিম্নতম সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম হইতে ডানে	ডান হাতে ডান হইতে বামে
্ন ু ৢ ° ফ	ঃ থ — ঙ ;
ডান হইতে বামে	**বাম হইতে ডানে**
ফ ° ৢ ু ্ন	; ঙ — থ ঃ

অন্ন কান্না রান্না আত্মা মাস্টার বৃষ্টি ফল অংক লালন-পালন থালা কিল্লা বিজ্ঞান সম্প্রসারণ স্মরণ সৃষ্টিকারী রাংগামাটি মস্তক স্বাস্থ্যহানিকর।

জমিতে যখন ফসল ভাল হয় না, তখনই বুঝিতে হইবে জমির খাদ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তোমরা পুত্র কন্যা লইয়া সুখে থাক, সতত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি। এইবার দেশে ভাল আমন ফসল হইয়াছে। কাদের মায়ের সংগে পাঠশালায় যাইতেছে।

শীর্ষ সারি ঃ প্রথম প্রণালী (চাপ ছাড়া)

বাম হাতে বাম হইতে ডানে

— ৩ ও ড ? গ

ডান হইতে বামে

গ ? ড ও ৩ —

ডান হাতে ডান হইতে বামে

( ) ষ , ং চ

বাম হইতে ডান

চ ং , ষ ( )

গাধা চাচা চাষ ডাক গরু চাষা ডাটা গাভী চাওয়া দেওয়া কংকর কৃষক দুর্গতি চূড়ান্ত বংগীয় চাষবাস গরুরগাড়ী চিরকুমার রাংগামাটি চিকিৎসা অত্যাচার অনাচার ভ্রান্তনীতি কৃষিক্ষেত ডাকাডাকি ঝংকার।

আমাদের দেশের চাষীরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত। অতিথির সহিত ভাল ব্যবহার করিও। অসৎ উপায়ে কোন টাকা উপার্জন করিও না। পাঠের সময় গোলমাল করিও না। গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না। আমি আগের চেয়ে বেশ বড় হইয়াছি। তুমি ঔষধ খাচ্ছ কি?

শীর্ষ সারি ঃ দ্বিতীয় প্রণালী (চাপ প্রয়োগে)

বাম হাতে বাম হইতে ডানে

১ ২ ৩ ৪

ডান হাতে ডান হইতে বামে

৬ ৭ ৮ ৯ ০ ৫

ডান হইতে বামে

৪ ৩ ২ ১

বাম হইতে ডানে

৫ ০ ৯ ৮ ৭ ৬

ফাঁক চাঁদ চাঁদা কাঁদা কিন্তু রক্ত ভক্ত বিজ্ঞ আড্ডা যাচ্ছি খাচ্ছি কৃষ্ণ ১০৫ ১৭৯।

তোমার চাঁদা পাই নাই। তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়া কোনই ক্ষতি করিতে পারবে না। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়, সত্যাসত্য যাচাই না করিয়াই করিম সাহেব এক তরফা রায় ঘোষণা করিয়াছেন। আমি আমার ভগ্নির নিকট ৩৪,৫৭৪/০০ (চৌত্রিশ হাজার পাঁচ শত চুয়াত্তর) টাকা ঋণ করিয়াছি।

সময় ২ দিন

(বার বার মুদ্রণ করুন)

কাল কাক ভাল নাক। বার মাস তার দাস। পাকা পান টাকা আন। পান খায় গান গায়। দান চায় গান গায়। পাত পাড় ভাত বাড়। সিকি চাই টিকি নাই। শিখি ভাই লিখি যাই। মণি হারা ফণি পাড়া। শীল যায় কিল খায়। ক্ষীণ কায় মীন ধায়। ঘন কালি বন মালী। ঘড়ি পাড় দড়ি ছাড়। কুল পাড় ঝুল ঝাড়। হুটা হুটি ছুটা ছুটি। ফেলে যায় চেটে খায়। খই খাই দই চাই। কোথা রাখি তোতা পাখী। গোল হয় ঢোল ময়। রোগ ভারি কোথা জাড়ি। গৌর কায় চৌর ধায়। গৌণ হয় মৌন রয়। কৌতুক কর যৌতুক ধর। অংশ করে বংশ মাঝে। হংস ধরে কংস রাজে। মিঠাই খাইব কোথায় পাইব। কোকিল ডাকিল অখিল হাসিল! বালক হাসিছে বালিকা কাশিছে। বসিয়া লিখিছে উঠিয়া দেখিছে। মালা গাথি গলে পরি। বাঁশি বাজে গান করি।

সময় ২ দিন

(বার বার মুদ্রণ করুন)

তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি কি পড়? তোমার হাতে কি পুথি? আমার হাতে শিশু শিক্ষা। অলস হইও না। খেলা করিও না। বেলা হইল। পড়িতে চল। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিও না। এখন মুখ ধোও। ঘরের ভিতর আলো আসিতেছে। পাঠের পুথি হাতে লও। আগে নতুন পাঠ শিক্ষা কর, পরে পুরাতন পাঠ একবার দেখ। পাঠের সময় গোল করিও না। গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না। ক্ষুধিতজনে ভোগ করাইবে। পিতামাতার সেবা করিবে। তাঁহারা যাহা কহিবেন তাহাই করিবে। কাহাকেও কটু কথা কহিও না। কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে। যিনি তোমাকে শিক্ষা দেন, সবসময়ে তাঁহার কথা মনে রাখিবে। মানুষের দুই পা। যাহার পা বিকল সে খোঁড়া।

সময় ও দিন

মানুষের দুই ভুরু। ভুরু চক্ষের শোভা। ভুরু থাকিতে চোখে রোদ লাগে না এবং পথের ধুলা ও কপালের ঘাম চোখে পড়িতে পারে না। সকলের মাথায় চুল আছে। যাহার চুল নাই তাহাকে নেড়ে কহে। এক এক হাতে পাঁচ পাঁচটি আংগুল আছে। আংগুল না থাকিলে হাত দিয়া কিছু ধরা যাইত না। দুই পায়ে দশ আংগুল। পায়ে আংগুল না থাকিলে চলা কঠিন হইত। দুই চোখে চারিটি পাতা আছে।

বার মাস তিথি যত। একে একে হয় গত। বার মাস সাত বার। আসে যায় বার বার। লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই। লেখা পড়া যেই জানে, সর্ব লোকে তাকে মানে। কটু ভাষী নাহি হবে। মিছা কথা নাহি কবে। পর ধন নাহি লবে। চিরদিন সুখে রবে। পিতামাতা গুরুজনে সেবা কর কায় মনে।

সময় ২ দিন

মানুষের দুই পাটি দাঁত। দাঁত দিয়া কঠিন ফল, মাছ, মাংস চিবাইয়া খায়। যে কথা কহিতে পারে না লোকে তাহাকে বোবা বলে। মানুষের দুই চক্ষু, চক্ষু দিয়া সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার চক্ষু নাই, সে কিছুই দেখিতে পায় না। আহা। কানারা বড় দুঃখী। তোমাদের দুইটি কান আছে। কান না থাকিলে কাহারও কথা শুনিতে পাইতে না। কানারা কিছুই দেখিতে পায় না। নাক দিয়া বাহিরের বাতাস টানিয়া লওয়া যায় এবং ভিতরের বাতাস বাহির করা যায়। তাহাতেই জীবন রক্ষা হয়। যাহার নাক নাই সে ফুলের বাস পায় না।

সময় ২ দিন

কাদের সকালে ঘুম হইতে উঠে। সে মুখ হাত ধুইয়া পড়িতে বসে। ভাত খাইয়া সে স্কুলে যায়। বিকেলে কাদের স্কুল হইতে বাড়ী ফিরে। তারপর সে মাঠে খেলা করে। রাতে সে বাবা-মা'র সাথে খাইতে বসে। তারপর সে বিছানায় শুইতে যায়। হাবিব, করিম, রহিম, যদু, ওসমান, কাদের ও রশিদ খেলা করিতেছে। তাহারা পরস্পর মিলেমিশে খেলাধূলা করে। কখনও ঝগড়া বিবাদ করে না। সদা সত্য কথা বলিবে। পিতামাতার সেবা করিবে। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিবে না। তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পায়। সকালে মোরগ ডাকে। আমার ঘোড়া লাল। কাক কালো। কোকিল কালো। খুকুমণির চুল কালো। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে খুঁজে বেড়ায় মৌ।

সময় ৩ দিন

দুইটি গাধা। একটির পিঠে তুলার বোঝা। আর একটির পিঠে নুনের বোঝা। তাহারা একটি ছোট নদী পার হইবে। নদীরে উপর পুল ছিল না। তাহারা নদীতে নামিল। যে গাধার পিঠে নুনের বোঝা ছিল, সে কাত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার বোঝা ভিজিয়া সব নুন গলিয়া গেল। বোঝা খালি হওয়ায় সে আরাম পাইল। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিল। যে গাধার পিঠে তুলার বোঝা ছিল সে উহা দেখিল। সে ভাবিল পানিতে ভিজিলে তাহার বোঝাও খালি হইবে। সে পানিতে কাত হইয়া পড়িল। তাহার বোঝা খালি হইল না। পানিতে ভিজিয়া তুলা খুব ভারী হইল। সে পানি হইতে উঠিতে পারিল না। পানিতে ডুবিয়া মরিয়া গেল।

সময় ৩ দিন

এক বোকা। বোকার একটি ভাংগা ছুরি ছিল। একদিন রোদে খুব গরম হইয়াছে। বোকা ভাবিল ছুরিটির অসুখ হইয়াছে। সে ছুরিটির কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পথ দিয়া একজন লোক যাইতেছিল। সে বোকাকে কাঁদিতে দেখিল। সে জানিতে চাহিল কি হইয়াছে? বোকা বলিল যে, ছুরিটির অসুখ হইয়াছে। লোকটি ছুরিটিকে পানিতে ডুবাইল। তারপর বোকার হাতে দিল। বোকা দেখিল, ছুরিটি ঠাণ্ডা হইয়াছে। সে খুব খুশী হইল। বোকার এক বুড়ী মা ছিল। একদিন বুড়ীর খুব অসুখ করিয়াছে। তাহার গা আগুনের মত গরম হইয়াছে। বোকা ঠিক করিল বুড়ীকে পানিতে ডুবাইয়া রাখিবে। তাহা হইলে তাহার অসুখ চলিয়া যাইবে। বাড়ীর কাছে এক পুকুর ছিল। বোকা তাহার মাকে পানির ভিতর ডুবাইয়া রাখিল। ফলে, পানির ভিতর দম আটকাইয়া বুড়ী মরিয়া গেল।

সময় ২ দিন

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর উপকার অতি সহজেই করিতে পারে। কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে, কেবল বড় হইলেই চলিবে না, ছোটও হইতে হইবে। ছোটর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনদিন কোন যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণ রূপেও না, কেবল প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা যখন লোকহিতের জন্য মাতি, তখন অনেক মহলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মভিমান থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করি না।

সময় ২ দিন

আমাদর জাতীয় ভাষা বাংলা। কেননা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের দেশ। এতদিন আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে পরাধীন জাতির মত আচরণ পাইয়াছি। আমরা জাতি হিসাবে সবার ঘৃণার পাত্র ছিলাম এবং সবসময় আমাদিগকে বাংগালী বলিয়া গাল দিত। তাই আমরা অপমান বোধ করিতাম।

কিন্তু এখন যদি কেউ আমাদিগকে বাংগালী না বলে তখন আমরা তাকে ঘৃণা করি। কারণ, আমরা এখন বাংগালী জাতি হিসাবে মর্যাদা পাইয়াছি।

যে জাতি যত উন্নত সে জাতির মাতৃভাষা তত উন্নত। ভাষা যত কঠিন হউক না কেন মাতৃভাষা তাহার কাছে সহজ। কারণ মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমেই কথা বলিতে শিখে এবং তার মনের ভাব একমাত্র নিজ ভাষা দিয়াই ব্যক্ত করিতে পারে।

তাই আমাদের সবার উচিত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা এবং স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ও জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা চালু করা। তা হইলে আমরা জাতি হিসাবে উন্নত হইব এবং পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিব।

সময় ২ দিন

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম তারপর যখন ক্রমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বংগভূমির বংগভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার এ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সমৃদ্ধ সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি সম্পদশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে।

গোলামির বন্ধন ছিন্ন করিয়া আজাদী হাসিল করিতে হইলে যথেষ্ট অত্যাচার-অবিচার এবং বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করিতে হয়। তাছাড়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তারপরেই আজাদীর সুখ বা স্বাধীনতার প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যায়। এ সত্যটি সম্বন্ধে মুসলিম সমাজ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলিয়াই তাহারা আল্লাহ পাকের উক্ত বাণী ও তাহার রাসুল (সঃ)-এর আদর্শ সামনে রাখিয়া দিশাহারা হইয়াও নিরাশ হইলেন না। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল এই একই কারণ, একই উদ্দেশ্য।

সময় ৩ দিন

সম্পত্তি সম্প্রসারণ আত্মহত্যা মাঁস্টার বৃষ্টি সঞ্চয় কলা-কৌশল মন্ত্রী ক্লাশ মুক্তি শ্মশান ব্রাহ্মণ আম্মা আহাম্মদ আড্ডা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা প্রোপ্রাইটার বৈজ্ঞানিক আজ্ঞা মক্কা তৃপ্তি স্বাস্থ্য অগ্রাহ্য গ্রন্থ ঋতু শরৎ গ্রীষ্মকাল স্মরণ ভ্রমণ কৃপণ মন্ত্রণালয় শত্রু দ্রুত কেন্দ্র স্বপ্ন ভিক্ষারূপে সমৃদ্ধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা সঞ্চয় পঞ্চাশ বাঞ্ছনীয় ধানমণ্ডী কিংবদন্তী ভক্তি মুক্তি চুক্তি ডাকাডাকি তাড়াতাড়ি চাষবাস যাত্রা আংশিক বাংলাভাষা চমৎকার চলন্তগাড়ী ক্লান্তমানব তোতাপাখী রেষারেষি তৃণকায় মৃগধায় চাচাচাচি গোঁলাগুলি ডোবা উপকার।

রহিম পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। সে ক্লাসের ভাল ছাত্র বলিয়া সবাই তাকে ভালবাসে। অসৎভাবে কোন সময় কোন টাকা উপায় করিও না। সকলের সহিত সৎ ব্যবহার করিও। দরিদ্রকে ঘৃণা করিও না। অতিথির সাথে ভাল ব্যবহার করিও এবং দরিদ্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করিও। গুরুজনের প্রতি ভক্তি আদর্শের লক্ষণ। সদা সত্য কথা বলিবে। সাদা পোশাক সবচেয়ে চমৎকার।

BANSDOC Library
Accession No. 18549

সময় ২ দিন

উগ্র ভাব ভাল নয়। একতাই সুখের মূল। খলকে বিশ্বাস করিও না। গর্ব করা ভাল নয়। ঝগড়া করিলে বিপদ ঘটে। দরিদ্রকে অন্ন দান কর। নম্র হইতে চেষ্টা কর। মন দিয়া বিদ্যাভাস কর। যত্ন করিলে রত্ন মেলে। রবির কিরণ অতি প্রখর। সৎ পুত্র কূলের ভূষণ। লম্ফ দিয়া পথ চলিও না। জনক-জননী অতি পুজ্য। ছলনা করা বড় দোষ। কটু বাক্য বলা অনুচিত। ইক্ষুর রস অতি মিষ্ট। আলস্য করিও না। পাঠের সময় গোল করিও না। গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না। সদা সত্য কথা বলিবে। বিপদকালে শত্রু-মিত্র চেনা যায়। ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না। আগে নতুন পাঠ শিক্ষা কর, পরে পুরাতন পাঠ একবার দেখ। ইচ্ছে থাকিলে উপায় হয়। ধৈর্য, অধ্যবসায়, একাগ্র প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের একমাত্র পথ। প্রত্যেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করিলে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। শ্রমহীন প্রতিভা কোন কাজে লাগে না, প্রতিভাহীন শ্রম কিছুটা কাজে লাগে।

সময় ২ দিন

মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না। পরিশ্রম কখনো নিস্ফল হয় না। অহঙ্কারই পতনের মূল। গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না। পরাধীন ব্যক্তির জীবন বৃথা। কাপুরুষেরা বিপদে অধৈর্য হয়। পিপীলিকা দলবল ছাড়া থাকে না। ধান, পাট, আখ, আলু, ডাল এদেশের প্রধান কৃষি সম্পদ। জ্ঞানী লোকের কথা মন দিয়া শুন। বুদ্ধিমান লোক সমাজে সমাদর লাভ করে। রাজহংসের মাংস সবার প্রিয়। বৈধ অনুমতি পত্র ছাড়া বিদেশে যাওয়া যায় না। দৈনিক ব্যায়াম অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। উপকার করে প্রতিদান চিন্তা করা ঠিক নয়। পরিশ্রম কর মূল্য পাইবে। দুর্লভ ভাগ্য অর্জন করতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। সুশাসন মেনে চল, কুশাসন ত্যাগ কর। শিক্ষক সকল সময় ছাত্রদের কল্যাণ চিন্তা করেন। কর্জ পরিশোধ না করা গর্হিত কাজ। সত্যাসত্য প্রভেদ না জানলে বিচারক হওয়া যায় না। দাংগাবাজ লোককে কেহ পছন্দ করে না। অত্যাচার আর জুলুম করে কোন স্বাধীনতাকামী জাতিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় স্থান পৃথিবীতে আর নাই। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।

দ্রুতি লিখন
সময় ৫ মিনিট

শায়েস্তা খানের শাসন আমলে বাংলাদেশ ছিল সত্যিকারের সোনার বাংলা। সোনার ফসল উপচে পড়তো সারা দেশে। গোলায় গোলায় ধান, গাছে গাছে ফল, পুকুর দীঘিতে মাছ। অনেক অজস্র। সুদিন তখন বাংলাদেশের সব সময়ের সাথী। ঢাকা শহরেও তখন সুদিনের ঝিলিমিলি। বারো মাসের তেরো পার্বণ। ধন্য রাজা, পুণ্য দেশ। চাল ডালের অভাব নেই। এক টাকায় আট মণ চাল যায় কেনা। মণ প্রতি দু' আনা চালের। যত পারো পেট পুরে খাও। অন্ন, পায়েশ, পিঠে যা-ইচ্ছে খাও, খাওয়াও। ঘরে অতিথি এলে বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। হাঁড়ি ভরা ভাত, পাত ভরা তরকারী—মাছ। তখন ঢাকা শহরের দোরে দোরে হাতি বাঁধা। (৯০ শব্দ)

সময় ৮ মিনিট

টাকায় আট মণ না হলেও পাঁচ টাকায় এক মণ চাল এই আমরাও খেয়েছি। ভালো, সরু চাল। রেশনের কুচ্ছিৎ, কাঁকরময় চাল নয়। সেই চাল সেদ্ধ করলে জুঁই ফুলের মতো ভাতে ভরে উঠতো হাঁড়ি। মোটা নয় মোটে, বিচ্ছির গন্ধও নেই তাতে। আস্তে আস্তে বেড়ে চললো চালের দাম—আমার বয়েস বাড়ার সংগে সংগে। একদিন ঠেকলো এসে একশো' বিশ টাকা মণে। গুণে পুরো একশো বিশ টাকা দাও দোকানীর হাতে, তারপর পাবে এক মণ চাল। চাল সরস কি নীরস তা' নিয়ে কোন কথা বলা যাবে না। বাজারেরও যে একটি রং আছে এবং সে রং কালো তা সেবারই জানতে পারলাম প্রথম। লোকের মুখে মুখে কালো বাজারের জিগির আর মাথায় মাথায় দু'মুঠো চাল জুটোবার ফিকির। একশো' বিশ টাকা মণ দামে চাল কিনে খাওয়ার মতো সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ক'জন? তাই অনেকের উনুনে চড়ে না হাঁড়ি। অনেকে কোনো মতে আধপেটা খেয়ে থাকে, দু' বেলা যারা খেতে পায় তাদের সংখ্যা এত কম যে, দু'হাতের আংগুলেই গুণে শেষ করা যায়। ধনীদের কথা বাদ দেয়া যাক, কী সুদিন কী দুর্দিন—সব দিনেই ওদের দস্তরখানে থরে থরে বিচিত্র সব খাবার সাজানো। তাই চালের দাম আট টাকা মণ হলেও কী, একশ' বিশ টাকা হলেও কী–এতে তাদের কিছু আসে যায় না। যাদের আসে যায় তারা উপোস করে, না খেয়ে মরে। (১৯৬ শব্দ)

সময় ৮ মিনিট

সেকালের ঢাকার কাহিনী নবাব শায়েস্তা খানের কথা বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। আজ আর সেকালের বাংলার সেই সুবেদার নেই, কিন্তু রয়ে গেছে কেল্লা। লালবাগের কেল্লা। সেকালের লোক-লস্কর নেই, সেপাই সান্ত্রী নেই, কিন্তু লালবাগের কেল্লার ভেতরই আছে একালের পুলিশ। আছে পুলিশের ফাঁড়ি। প্রথম যেদিন লালবাগের কেল্লার ভেতর পা রাখলাম, চোখ দিয়ে দেখলাম বিরাট ফটক, সুন্দর মকবরা, দুপুর নেশা পুকুর আর লম্বা দেয়াল, নানা খেয়াল এসে ঘিরে ধরেছিলো আমাকে। এই হাম্মামখানায় পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসতেন সেকালের সুন্দরীরা। হয়তো পানি ছিটিয়ে দিতেন এ-ওর পায়ে। পানিতে সরু রাংগা আংগুল দিয়ে কি নকশা ফুটিয়ে তুলতেন ওঁরা আপন মনে। তাঁদের মনে কি কোনো দুঃখ ছিল? প্রথম যেদিন লালবাগের কেল্লার ভেতর পা রেখেছিলাম, সেদিন এরকম নানা কথা ভিড় জমিয়েছিলো মনে। কেউ যেন আমার কানে মন্ত্র পড়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে কেল্লার ভেতর আর আমি সেই মন্ত্রের মায়ায় ঘুরছি সেখানে। লালবাগের কেল্লার কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন শায়েস্তা খান, কাজ শুরুও হয়েছিলো। কাজ চলছে পুরোদমে, এমন সময় হঠাৎ একদিন মারা গেলেন শায়েস্তা খানের মেয়ে পরী বিবি। মেয়ের মৃত্যুতে ভারী শোক পেলেন শায়েস্তা খান। লালবাগের কেল্লা বানানোর কাজ অলক্ষণে মনে হলো বাংলার সুবেদারের কাছে। কারিগরদের বারণ করে দেয়া হলো যাতে তারা আর কেল্লার কাজে হাত না দেয়। কেল্লার বদলে বানানো হলো বড় যত্ন করে এক মকবরা পরী বিবির কবরের ওপর। (২০০ শব্দ)

সময় ৭ মিনিট

অনেক আগের কথা। হুগলীতে হাজী মুহম্মদ মুহসিন নামে খুব ভাল একজন লোক বাস করিতেন। তিনি যেমন ছিলেন ধনী, তেমনি ছিলেন দয়ালু। সকলেই জানিত তিনি গরীবের বন্ধু। একদিন রাত্রিতে মুহসিন ঘুমাইয়া আছেন। রাত্রি তখন গভীর। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি শব্দ হইল। তাঁহার ঘুম ভাংগিয়া গেল। তিনি আলো জ্বালাইলেন। দেখিলেন ঘরে একটি লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত রাত্রিতে এই ঘরে কেন ঢুকিয়াছ?" লোকটি বলিল, "হুজুর, আমি চুরি করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মুহসিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন চুরি করিতে আসিলে?" লোকটি উত্তর দিল, "হুজুর, আমি জানি চুরি করা খারাপ কাজ। কিন্তু কি করিব? ঘরে যে খাইবার কিছুই নাই। ছেলে-মেয়ে লইয়া আজ দুই দিন যাবৎ অনাহারে আছি।" মুহসিন বলিলেন, "তুমি ত বেশ সবল মানুষ। গায়ে শক্তি আছে। কাজ করিয়া টাকা পয়সা রোজগার করিতে পার।"

লোকটি বলিল, "হুজুর, কাজের জন্য লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কাজ পাইলাম না। কেহ ধারও দিল না। ছেলে-মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করিতে পারিলাম না। তাই চুরি করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে মাফ করুন।"

লোকটির কথা শুনিয়া মুহসিনের বড় দয়া হইল। তিনি তাহার হাতে কিছু টাকা দিলেন। কিছু খাবারও দিলেন। আর বলিলেন, "যাও, ছেলে-মেয়ে লইয়া আজ এই খাবার খাইও। আর এই টাকা দিয়া কোন ব্যবসা শুরু করিও।"

(১৯৬ শব্দ)

সময় ৫ মিনিট

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। উনিশ শ' বায়ান্ন সালের উদ্দীপ্ত ফাল্‌গুনে যে ক'টি অগ্নি-গর্ভ রক্তপলাশ প্রথম ভূ-লুণ্ঠিত হ'ল, দিগন্তের যবনিকা থেকে তারাই ডাক দিয়ে গেল পূর্ণ স্বাধীনতার সূর্যোদয়কে। ভাষা আন্দোলনের শহীদী আত্মার হাতছানিতে উত্তরকালের সহস্র সংগ্রামী মিছিলে শরীক হ'ল বাংলাদেশের অগণিত মুক্তি পাগল নরনারী। লক্ষ লক্ষ অগ্নিময় প্রাণের আত্মাহুতিতে সমগ্র বাংলাদেশ হল শহীদ মিনার—দুর্জয় স্বদেশ এবং মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কালজয়ী প্রতীক। শহীদরা অমর ; তারা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সংগ্রামের চির অনির্বাণ প্রেরণা। বাংলা ভাষা আজ বিজয়ী—বাংলাদেশ স্বাধীন। কিন্তু এই বিজয় এবং স্বাধীনতাকে আমাদের প্রাণ-ধারা ও জীবন যাত্রার বাস্তবতার সংগে বহু-বাঞ্ছিত সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলতে হবে। এ কাজ সমগ্র দেশবাসীর। সকল ক্ষেত্রে আয়োজন করতে হবে ব্যাপক, গভীর ও সমৃদ্ধ জীবনায়নের। একক প্রচেষ্টা এবং মিলিত উদ্যোগ ও ব্যক্তি সমাজকে সমন্বিত করবে সেই মহৎ লক্ষ্য সাধনে। (১৩৫) শব্দ)

সময় ৪ মিনিট

গত এক বছরে আমরা যা করেছি, যা দেখেছি, যা শুনেছি, বুঝেছি—এই সবগুলোর কাজের হিসাব দিতে গেলে তা লিখে শেষ করা যাবে না। অপরপক্ষে যা লিখা হয়েছে তা পড়েও শেষ করা যাবে না। তাই নতুন বৎসর শুরু করার আগে আমরা শুধু নিরপেক্ষ আত্মবোধের দ্বারা জেনে নেব এর মূল ফলশ্রুতি। প্রতিটি স্তরের পদক্ষেপের প্রতিশ্রুটি আর সার্থকতার সামঞ্জস্য করতে গেলে দেখব, পাতায় পাতায় প্রতিশ্রুতিতে ভরা। সার্থকতার খবর থাকে কদাচিৎ। আমরা পরিকল্পনা করি কিন্তু তা রূপায়ণে একটুও কাজ করি না। যা করেছি তার আদৌ কোন পরিকল্পনাই ছিল না। সেই জন্যই প্রতি দিনের বিচ্ছিন্ন তৎপরতার খবরে কেবলই বিভ্রান্তই হয়েছি। বিচ্ছিন্ন তৎপরতার অর্থই হলো বিয়োগ ফল। এই বিয়োগ ফলের বৃক্ষে বৃক্ষে ততোধিক বিয়োগফল ফলে। বৃক্ষে বৃক্ষে কেবল বিয়োগেরই ফলাফল। ভেদজ্ঞানে কেবল ভেদেরই বংশবিস্তার। (১২০ শব্দ)

BARDOO Library ★ Dhaka ★

সময় ৪ মিনিট

দেশের যথার্থ নায়ক। নায়িকার চরিত্রে থাকতে হবে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা দূরদৃষ্টি এবং সত্যনিষ্ঠা। মানষকে পরিচালনা যিনি করেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। একজন লোক তখনই নেতা হবার যোগ্য, যখন তিনি মানবিক বোধের দ্বারা পরিচালিত হন। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু নেতাকে হতে হয় সামগ্রিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত। পদের মোহ থাকে সাধারণ কর্মচারীর। কর্মকর্তার সে মোহ থাকে না, থাকা উচিত নয়। কর্মকর্তা নিজ কর্মশক্তির জোরেই উন্নীত হয় উচ্চতর পদে। পদ রক্ষার ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকলে কোন কাজই হয় না। অনেক সময় কর্মকর্তাকে এরকম দুর্বল পদবিলাসী দেখেও আমরা তারই উপর আমাদের সমস্ত দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অবশেষে নিরাশ হই এবং সেই অপদার্থ কর্মকর্তাকে আমাদের নৈরাশ্যের জন্য দায়ী করে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। নিজেদের সমালোচনা আমরা করি না, সর্বনাশা রাজনীতির কুহকে আমরা নিজের বিচারশক্তি হারিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থে ভুল নেতা নির্বাচন করি। (১২৮ শব্দ)

সময় ৬ মিনিট

নানীর কাছে সব নাতিরই সমান আদর থাকা উচিত ; কিন্তু আমার নানী-আম্মা যেন কেমন ; তিনি ভেবেছেন যে তাঁকে কোনদিন মরতেও হবে না আর আল্লার দরবারে মুখ দেখাতেও হবে না। অথবা কামাল ভাই তাঁর আপন নাতি-আর আমি তাঁর সতাও নাতি—তাই সারা দুনিয়ার স্নেহ-মমতা শুধু কামাল ভাইয়ে পায় আর আমি পাই তাঁর গালাগালি আর ধমক। কামাল ভাইকে আদর করে কম্মু ডাকা হয়। সে যাই করুক না কেন, তার নাম তিনি যেভাবে খুশী বিকৃত করুন—কিন্তু আমি তাঁর কি ক্ষতি করেছি যে, আমার নাম শুনতেই তিনি এমন ভাবে মুখ বিকৃত করেন যে দেখলে মনে হয়, তাঁর পেটের অসুখ হয়েছে তাই হজমীর গুঁড়া খাওয়ার মত মুখ বিকৃত করছেন। কামাল ভাইকে দেখলেই তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন স্নেহেরধারা বৃষ্টিধারার মত ঝরে পড়েছে—আর যেই আমাকে দেখেছেন কি অমনি সেই বৃষ্টি মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কামাল ভাই সালাম করলে তিনি শুধু বেঁচে থাকো বলেই ক্ষান্ত হন না—নিজের চুল যত তত পরমায়ু তো কামনা করেনই অধিবন্তু নিজের বয়েসও ধার দিতে কসুর করেন না। আর আমার সালামের জওয়াবে তিনি 'বেঁচে থাকো' এই ছোট্ট শব্দটা এমন কর্কশভাবে বলেন—যা শুনে মনে হয় যে তিনি বলছেন, 'তুমি মর।' (১৯২ শব্দ)

সময় ৫ মিনিট

নানী-আম্মার এই বিদ্বেষের কারণ নিয়ে আমি অনেক মাথা ঘামালাম। কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এর কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না যে, তিনি কামাল ভাইকে কেন এত ভালোবাসেন এবং আমাকে কেন দেখতে পারেন না। নানাজান আমার জন্মের বহু আগেই মারা গেছেন—তাই এই দুর্নামটাও আমার ওপর আনা যায় না। নানী-আম্মার অভিযোগটা কি আমার ওপর এবং সে অভিযোগে কামাল ভাই পড়ে না। যার ফলে তিনি আদর করে কামাল ভাইকে যেমন কম্মু বলে থাকেন, তেমনি তার বিপরীতে আমাকে অকর্ম বলেন—তাও অত্যন্ত ঘেন্নার সাথে। অনেক চিন্তার পর আমি মনে করলাম যে, আমি তাঁর কোন কাজকর্ম করিনে বলেই হয়তো, তিনি আমাকে অকম্মা বলে থাকেন। কিন্তু কাজকর্ম তো কামাল ভাইও কোনদিন করে না বরং সব সময় নানী-আম্মাকেই দেখি কামাল ভাই-এর কাজ করতে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি নানী-আম্মার স্নেহ অর্জনের জন্য তাঁর সেবা করবার মনস্থ করলাম। কারণ আমি শুনেছিলাম যে, সেবাই একমাত্র ধর্ম। (১৪০ শব্দ)

সময় ৫ মিনিট

কোন দেশে একজন অতি বড় আমীর লোক ছিলেন। তিনি বড়ই আরামপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল খাওয়া-পরার আমীরি তেমন ছিল শয্যায় আমীর। তাঁহার শোবার বিছানাপত্র ছিল অতি শুভ্র যেন দুগ্ধ এবং কোমল যেন নবনীত। ইহাতে গা ঢালিয়া দিলে আপনিই শান্তিদায়ক নিদ্রা আসিত।

একদিন তাঁহার দাসী পান সাজাইয়া তদীয় শোবার ঘরে গিয়া দেখিল যে তিনি সেখানে নাই। ইত্যবসরে দাসীর মনে এক খেয়াল চাপিল। সে কোনদিন আরাম কি জিনিস এবং ইহার কিরূপ মজা তাহা অনুভব করে নাই। সে পানদানি টেবিলের উপর রাখিয়া আমীরের বিছানায় শয়ন করিল অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার নিদ্রা আসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আমীর সাহেব ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, দাসী তাঁহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাঁহার মেজাজশরীফ চড়িয়া গেল। তিনি একখানা কোড়া লইয়া সপাসপ তিনচার ঘা দাসীর চতুরে লাগাইয়া দিলেন। দাসী কোড়ার আঘাতে ঘুম থেকে লাফাইয়া উঠিল এবং ক্রন্দনের পরিবর্তে হাসিতে হাসিতে ব্যাকুল হইয়া গেল। আমীর সাহেব দাসীর এহেন ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক্রন্দনের পরিবর্তে এরূপ হাসিতেছ কেন? দাসী উত্তর করিল, "আমীর সাহেব আমি একমুহূর্ত শয্যায় মজা ভোগ করিয়া যে সাজা পাইলাম, না জানি, আল্লাহ আপনার এই দীর্ঘকাল মজা উপভোগ করার সাজাটি কত বড় রাখিয়াছেন। তাই ভাবিয়া আমার বেজায় হাসি পাইতেছে। (১৯০ শব্দ)

সময় ৫ মিনিট

হজরত সোলায়মান (আঃ) একাধারে পয়গম্বর ও মস্ত বড় বাদশাহ ছিলেন। দেও দানব, এমনকি বাতাস পর্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল।

একদিন কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হজরত সোলায়মান (আঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর, বিশেষ কার্যবশতঃ আমাকে ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। যদি অনুগ্রহপূর্বক বাতাসকে হুকুম করেন তবে সে আমাকে ভারতবর্ষে পৌছাইয়া দিতে পারে।"

লোকটির অনুরোধে হজরত সোলায়মান (আঃ) বাতাসকে আদেশ করিলেন, "যাও এই ব্যক্তিকে এখনই ভারতবর্ষে পৌছাইয়া দাও।" হজরতের আদেশে বাতাস তৎক্ষণাৎ উক্ত লোকটিকে বহন করিয়া ভারতে পৌছাইয়া দিল।

লোকটি চলিয়া যাওয়া মাত্র হজরত সোলায়মান (আঃ) দেখিলেন যে হজরত আজরাইল (আঃ) তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তিনি তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজরাইল (আঃ) উত্তর করিলেন, "হে আল্লাহর নবী, আজ আমি খোদাতা'লার মহিমা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। যে লোকটি ভারতবর্ষে গিয়াছে—এই মুহূর্তে ভারতে তাহার জান কবজ করিবার জন্য খোদাতা'লা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। আমি ভাবিতে ছিলাম কিরূপে লোকটি এই মুহূর্তে পৌছিবে, আর আমি তাহার জান কবজ করিব। যখন আপনি লোকটিকে ভারতে পৌছাইবার জন্য বাতাসকে আদেশ করিলেন, তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে কপালের লিখন অখণ্ডনীয়। (১৬০ শব্দ)

সময় ৪ মিনিট

বাংলাদেশ।

কারো কাছে রূপসী বাংলাদেশ। কারো কাছে সোনার বাংলা। কারো কাছে 'সকল দেশের রাণী'। তার 'শিয়রে গিরিরাজ' আর তার চরণ ধুয়ে যায় বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি।

ব্রতকথায় আছে ঃ

'লোকের গোলা ভরা ধান
গোয়াল ভরা গরু
গাল ভরা হাসি।'

বিদেশীরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, সোনার ধান খুটে খুটে খাওয়ার লোভে যেমন এখনো পাখি আসে, তেমনি। কিংবদন্তীর মতো এর ঐশ্বর্যের কথা, প্রাচুর্যের কথা পৃথিবী জেনে গেছে যে। আসে ব্যবসায়ী, সওদাগর। নানা রঙের পালের নানা ঢঙের জাহাজ ভেড়ে চট্টগ্রামে, তাম্রলিপির ঘাটে। আসে শিক্ষার্থী, আসে পুণ্যার্থী। আসে ভাগ্যান্বেষী, কখনো দল বেঁধে, কখনো একা। আসেন পুণ্যশ্লোক পীর, দরবেশ, সাধু-সজ্জন। এক পর্যটক এসে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, লিখে ফেললেন এক কেতাব। সেখানে লিখলেন, 'বাংলাদেশে আসার জন্য হাজার হাজার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু বেরোবার পথ একটিও নেই।'

বাংলাদেশের মসলিন না হ'লে বিদেশের রাজকন্যার বিয়ে হয় না যে। জামদানী না হ'লে রানীর মন ভরে না। রেশম, তামা, পেতল, কাসা, লাক্ষা, সোনা-রূপার সূক্ষ্ম কাজ করা অলঙ্কার, পাটের কতো রকমের শাড়ি—এ-সব নিয়ে বাঙালী নাবিকের সপ্তডিঙ্গা সাতসমুদ্র পেরিয়ে ভেড়ে কতো না রাজ্যে।

সময় ৪ মিনিট

অগ্রহায়ণ প্রায় শেষ। কুয়াশা তার ম্লান চাদরখানি বিছিয়ে দিচ্ছে। শীতের আক্রমণকে কে আর কেয়ার করে? অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে নামছে—মসজিদের নগরী, মিছিলের নগরী, লাশের নগরী—ঢাকায়।

শোকার্ত, চিন্তিত, গর্বিত, আনন্দিত, স্মৃতি-ভারাক্রান্ত—না, কুলুবে না, তেমন শব্দ আমার নেই—বাংলার মানুষের মুখ ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হচ্ছে। হবে না? মুক্তিবাহিনীর তরুণেরা আকাশে-আকাশে আগ্নেয়াস্ত্রের খই ফোটাচ্ছে। বিচূর্ণ, কম্পিত আলোয় এই বাংলাদেশ, তখন স্বাধীনতার অহঙ্কারে উচ্ছল, হাসিতে ঝলমল, অশ্রুতে টলমল—চারিদিকে ফিন্‌কী দেওয়া সুখ আর অবরুদ্ধ নয় মাসের আতঙ্ক কেটে যাওয়ার আশ্বাস।

তোমার নেতা আমার নেতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

তিনি বেঁচে আছেন তো? কোথায় আছেন? কেমন আছেন তিনি। কেউ গরু-ছাগল ছদকা মানে, কেউ রোজা মানে।

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, যাঁরা দেশের জন্য, দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি মুক্ত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা আর আসবেন না। তাঁদের ইচ্ছা ছিলো, স্বপ্ন ছিলো, আকাঙ্ক্ষা ছিলো এই পতাকা স্বাধীন দেশে নিজের হাতে তুলে ধরবার।

তাঁরা শুধু নিজের শরীরের সবটুকু রক্ত দিয়ে, আয়ু দিয়ে রাঙিয়ে গেলেন এই পতাকা।

এই পতাকা আমাদের রক্তার্জিত পতাকা।

এই পতাকা চিরদিন বাংলার আকাশে উড়বে।

সময় ৫ মিনিট

১৩ ডিসেম্বর। মিত্রবাহিনী যতোই ঢাকার দিকে এগোচ্ছিলো, বিমান হামলা যতোই বাড়ছিলো নিয়াজীর সাহায্য প্রার্থনা ততোই বাড়ছিলো। পিণ্ডি এতোদিন শুধু আশ্বাসই দিয়েছে, 'বাদামী এবং হলুদ' বন্ধুদের আগমন সম্পর্কে তারা প্রায় নিশ্চিন্তই ছিলো। বিশেষ করে ভিয়েৎনামের দিকটি শেষ করে মালাক্কা ঘুরে এন্টারপ্রাইজ বহনকারী ৭ নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে গেছে এতো সবাই জানে। ছুতা একটাই, বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা। ভারত-সোভিয়েট চুক্তি হয়েছে কয়েকমাস মাত্র আগে। সোভিয়েত হুমকি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। যাই হোক, পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমানবাহী এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশে আর নাক গলায়নি।

ঢাকার পাক সেনাবাহিনী জানে পালাবার পথ নেই। দ্বিতীয়ত বাংলাদশে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বীর সিপাইরা একে অপরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়লে বা সাধারণের হাতে পড়লে, এদের খতম করার জন্য কোনো অস্ত্রেরই প্রয়োজন হবে না, নিজেদের কুকীর্তি সম্পর্কে অন্তত ওদের ভালো জ্ঞান ছিলো।

পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকার প্রায় পনের মাইলের ব্যবধানে এসে গেছে। ৫৭ ডিভিশন পূর্ব দিকে আর উত্তর দিক থেকে গন্ধর্ব নাগরার ব্রিগেড আর ছত্রীসেনা। মিত্রবাহিনীর কামানের গোলা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে. বৃষ্টির মতো ঝরছে। বিমান আক্রমণও খুব জোরে চলছে ; উদ্দেশ্য হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণ করে ১১৩৪ জন।

সময় ৪ মিনিট

একদা একটি দড়িবাজ চোর কোন এক গৃহস্থের একটি মেষ চুরি করিয়া আনিল। সে মেষটিকে রাত্রিকালে জবেহ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। চোরের একজন ধার্মিক পড়শী ছিলেন। তিনি চোরের কার্য-কলাপের কথা শ্রবণ করিয়া পরের দিন ভোরে তাহার বাড়ীতে গেলেন এবং চোরকে বলিলেন, "ভাই, তুমি মেষ পালকের বিনানুমতিতে তাহার মেষ জবেহ্ করিয়া খাইলে কেন? শেষ বিচারের দিন তোমাকে জবাবদিহি হইতে হইবে।"

চোর ইহা শুনিয়া বলিল, "আমি যে তাহার মেষ চুরি করিয়া খাইয়াছি তাহার প্রমাণ কে? আমি ত' কশ্মিনকালেও একথা স্বীকার করিব না।" তখন পড়শী লোকটি বলিলেন, "শেষ বিচারের দিন মেষই নিজে ইহার সাক্ষ্য দিবে। তখন তুমি কি উপায় করিবে?" চোর বলিল, তবে ত ভালই হইবে। মেষ আমার নিকট যেই হাজির হইবে, আমি অমনি উহার কানটি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া উহার মালিকের নিকট টানিয়া লইয়া যাইব এবং তাহাকে বলিব, "এই লও তোমার মেষ।"

পড়শী চোরের এইরূপ চালাকি জওয়াবের উত্তরে বলিলেন, "না হে ভাই, সে দিন এই সব কথার বাটপারি চলিবে না।" (১৪৮ শব্দ)

সময় ৫ মিনিট

দ্যুলোকে ভুলোকে, আলোকে-পুলকে
আলোড়ন বয়ে যায়।
শুভ-এ লগনে, অরুণ গগনে
নয়ন মেলিয়া চায়।
দূর হয়ে যায়, আলোর বন্যায়,
যত অতীতের ভীতি,
বিহংগের দল, করে কোলাহল,
গাহে মাংগলিক গীতি।
মনোহর তানে কুসুম-বিতানে
ফুটিল কুসুম-রাজি ;
পেলব-মধুর, উচ্ছ্বসিত সুর
ভাসিয়া বেড়ায় আজি।

রক্ত-পলাশ

ওগো ত্যাগী, কর্মবীর নিষ্কাম-সাধক-ঋষি,
চির-সমুজ্জল তুমি মর্মে মম দিবা-নিশি।
তপঃ-সিদ্ধ ব্যাথাহত মৌনতার ছবিখানি,
প্রকাশিতে চাহে চির—বেদনার কিসে বাণী।
স্মৃতি মাধুরী তব, ধূপের গন্ধের মত,
গুণমুগ্ধজন—মনে বিরাজিবে অবিরত।

সময় ১০ মিনিট

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থটির লেখক আমি। দীর্ঘদিন আমি বিদেশে ছিলাম। বিদেশে থাকা অবস্থায় আমি জানতে পেরেছি গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলা একাডেমী থেকে পুনঃপ্রকাশের দাবিও উঠেছে। আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন সেখানেই আমাকে জানানো হয়েছিলো যে, আপনার গ্রন্থটি কাউকে সম্পাদনা করতে দিতে আপনি প্রস্তুত আছেন কি না। আমার ইংরেজি এবং বাংলা অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। অন্তত গোটাচারেক ইংরেজি গ্রন্থের নাম করতে পারি যেগুলো আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। অতএব আমার গ্রন্থ অন্য কেউ সম্পাদনা করবেন—এই প্রস্তাব যখন আমার কাছে এলো তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। পরবর্তীকালে আবার আমার কাছে প্রস্তাব গেলো যে, আপনি বইটি নিজেই পুনর্মার্জন করে আমাদের কাছে প্রদান করুন। আমি সেটা পুনর্মার্জন করে প্রদান করার পরেও প্রায় দু'বছর চলে গেছে সেই বইটি মুদ্রিত হয়নি। পরবর্তীকালে আমাকে বলা হলো, আপনি যদি আবার বইটি একটু দেখে দেন। সুতরাং আবার আমার কাছে পান্ডুলিপি ফেরত পাঠানো হলো। বর্তমান মহাপরিচালক আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছাত্র ছিলেন। অতএব, তাঁর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন, পান্ডুলিপিটি যদি আপনি আমাকে দেন—তাহলে আমি ছাপবো। আমি জীবনে ব্যক্তিগত কারণে কাউকে অনুরোধ করেছি বলে আমার মনে হয় না—ছাত্র হোন অথবা শিক্ষক হোন। আমি নিজের মেরুদণ্ডে নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি সারাজীবন একটা আদর্শকে সামনে রেখে। অতএব, যদি এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তবেই মাত্র আমি পান্ডুলিপিটি দিতে পারি। অযথা পান্ডুলিপিটি এখানে ফেলে রাখার কোনো অর্থ হয় না। এই ব্যাপারেই আমি ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

অফিসের চিঠিপত্র টাইপের নমুনা

এক

বাংলা একাডেমী

ঢাকা

নং বা/এ তারিখ.........................

প্রেরক ঃ সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রাপক ঃ জনাব ....

....

জনাব,

বাংলা একাডেমীর মুদ্রাক্ষরিক/সাঁটলিপিকার পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আপনার প্রদত্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে একাডেমীর মহাপরিচালকের কক্ষে আগামী .... তারিখ সোমবার সকাল/বিকাল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে যথাসময় উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আপনার শিক্ষার মান নির্বাহক মূল সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং প্রসংসাপত্র ইত্যাদি সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় দাখিল করতে হবে।

সচিব,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Library ★ DUBD ★

দুই

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নং বা/এ তারিখ.......................

জনাব .... কে অন্যান্য ভাতাদিসহ ৩১০—৬৭০/– টাকা বেতনের পর্যায়ে মাসিক ৩১০/– টাকা প্রারম্ভিক বেতনে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ৪ (চার) মাসের জন্য সাঁটলিপিকার পদে তিনি যে তারিখে কাজে যোগদান করবেন সেই তারিখ হইতে নিয়োগ করা হ'ল।

২। অন্য কোনরূপ আদেশ না হলে এই নিয়োগ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) মাস পরে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যাবে।

৩। এই নিয়োগ উভয় পক্ষ হ'তেই ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বাতিল করা যেতে পারে।

৪। এই নিয়োগ একাডেমীর চাকুরী সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত এবং ভবিষ্যতে প্রণীতব্য নিয়মাবলী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

৫। এই ব্যয় প্রশাসন শাখার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটান হবে।

মহাপরিচালকের আদেশ
স্বাঃ
সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নং বা/এ তাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হল।

১। জনাব ....

২। উপ-পরিচালক হিসাব রক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

সচিব,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তিন

বাংলা একাডেমী

বর্ধমান হাউস, ঢাকা-২,

নং বা/এ তারিখ..................

এই অফিসের .... তারিখের .... বা/এ সংখ্যক আদেশের ধারাবিকতা রক্ষাক্রমে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠানিক বিভাগের জনাব .... এর চাকুরীর মেয়াদ প্রথম নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী .... তারিখ হতে চার মাসের জন্য বর্ধিত করা হল।

২। অন্য কোনরূপ আদেশ না হলে আগামী .... তারিখ (অপরাহ্ন) হতে স্বাভাবিকভাবে এই নিয়োগের অবসান ঘটবে।

৩। এই ব্যয় প্রতিষ্ঠানিক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটান হবে।

মহাপরিচালকের আদেশে

স্বাঃ

সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পত্র নং বা/এ তারিখ ....

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো।

১। জনাব ...., বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। উপ-পরিচালক, হিসাবে রক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চার

বাংলা একাডেমী

ঢাকা–২

পত্র নং বা/এ তারিখ ....

আদেশ

বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি ডিভিশনের অফিসার জনাব .... কে .... তারিখ থেকে ৪৫০—১০৫০/– টাকা বেতনের পর্যায়ে ৫০/০০ টাকার একটি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হলো। এই বেতন বৃদ্ধির ফলে .... তারিখ থেকে তাঁর মূল বেতন ৫০০/– টাকা হবে।

স্বাঃ

সচিব

বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পত্র নং বা/এ তারিখ ....

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ—

১। জনাব ...., বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। উপ-পরিচালক, হিসাবে রক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সচিব,

বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ক্যাটালগ করবার নমুনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ॥ ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন। পৃষ্ঠা—২০৬।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৭৬ ; জ্ুলাই, ১৯৬৫।
প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য ৭.০০ টাকা।

... ...

কাব্যের স্বভাব॥ অনুবাদ ঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসংগে এ.ই. হাউসম্যানের কয়েকটি বক্তৃতার বংগানুবাদ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮০।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ কার্তিক, ১৩৭৭ ; অক্টোবর, ১৮৭১।
প্রচ্ছদ ঃ রশীদ চৌধুরী। মূল্য ২.২৫ টাকা।

... ...

বাংলা মুদ্রাক্ষর শিক্ষণ ॥ মোঃ একাব্বর আলী মিয়া
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ পৌষ, ১৩৮০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬৪
মূল্য ৪.০০ টাকা।

ছয়

ছক কাটবার নমুনা

আয়				ব্যয়			
ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	১৯৯০–৯১ সালের প্রকৃত আয়	১৯৯১–৯২ সালের সংশোধিত আয়	ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	১৯৯০–৯১ সালের প্রকৃত ব্যয়	১৯৯১–৯২ সালের সংশোধিত ব্যয়
ক.	আবর্তক খাতে সরকারী মুঞ্জরী	১৮৫.১০	১৮৫.০০	ক.	কর্মকর্তাদের বেতন	৪৯.৮১	৭৪.৭১
খ.	নিজস্ব আয়	৫৬.৮৮	৪৬.১১	খ.	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৮.৫৬	৩৩.০৯
গ.	বাংলা একাডেমী প্রেস-কে প্রদত্ত			গ.	শূন্য পদে লোক নিয়োগ	১.১৮	—
	ঋণ/আগাম আদায়	৮.১৭	১০.০০	ঘ.	বকেয়া বেতন ও টাইম স্কেল	৩.০৬	—
ঘ.	আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংস্থা			ঙ.	ভাতা সম্মানী ফী ইত্যাদি	৭৪.১২	৭৭.১৫
	থেকে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদান	—	১১.০০	চ.	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	২৬.৩৬	৪৫.৩০
	মোট (ক—ঘ) ঃ	২৫০.১৫	২৫২.১১	ছ	বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয়	১২.৭০	১৮.০০
	প্রারম্ভিক তহবিল ঃ	১.৮৫	.৮৯	জ.	অন্যান্য ব্যয়	১১.১০	২৬.৯৫
	মোট আয় ঃ	২৫২.০০	২৫৩.০০	ঝ.	আনুষঙ্গিক ব্যয়	৯.৩১	১৭.৫০
					মোট রাজস্ব ব্যয় (ক—ঝ)	২০৬.২০	২৯২.৭০
	অতিরিক্ত সরকারী মঞ্জুরীর			ঞ.	মূলধন ব্যয়	৪৪.৯১	৭৬.৩০
	জন্য আবেদন		১১৬.০০				
	সর্বোমোট	২৫২.০০	৩৬৯.০০		সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন) ব্যয় ঃ	২৫১.১১	৩৬৯.০০

সাত

[ছক]

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ		১৯৯০-৯১ সালের প্রকৃত ব্যয়	১৯৯১-২ সালের সংশোধিত ব্যয়
১	২		৩	৪
ক.	কর্মকর্তাদের বেতন			
	স্কেল ঃ ১-৯		৪১.২৮	৬০.৭৫
	উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা ঃ স্কেল ৪—৫		১.৩১	১.৭০
	স্কেল ঃ ১০		৭.২২	১২.২৬
		মোট "ক" ঃ	৪৯.৮১	৭৪.৭১
খ.	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন			
	স্কেল ঃ ১১—১৬		৯.৪৯	১৯.৭৮
	স্কেল ঃ ১৭—২০		৯.০৭	১৩.৩১
		মোট "খ"	১৮.৫৬	৩৩.০৯
গ.	শন্য পদে লোক নিয়োগ		১.১৮	—
ঘ.	বকেয়া বেতন ও টাইম-স্কেল		৩.০৬	—
ঙ.	ভাতা সম্মানী ফী ইত্যাদি			
	১. মহার্ঘ ভাতা		১৬.৯২	—
	২ বাড়ি ভাড়া ভাতা		২৮.৭০	৩৪.৭৪
	৩. চিকিৎসা ভাতা		২.৯০	৩.৭০
	৪. যাতায়াত ভাতা		.৫৫	.৭৮

আট

[ছক]

ক্রমিক নং	খাতের নাম	প্রণয়ন		প্রকাশনা		মোট
		সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ক) ভৌত ও প্রকৌশলবিজ্ঞান ১৩টি খ) জীব, কৃষি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ১২টি	২৫টি	৭,৫০,০০০.০০	২৫টি	১৮,৭৫,০০০.০০	২৬,২৫,০০০.০০
২।	কলা, বাণিজ্য, আইন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ	৩৫টি	৭,৩৫,০০০.০০	৩৫টি	২১,০০,০০০.০০	২৮,৩৫,০০০.০০
৩।	সহায়ক গ্রন্থ	২০টি	৪,৬৫,০০০.০০	২০টি	১২,৭৫,০০০.০০	১৭,৪০,০০০.০০
৪।	গাড়ী ক্রয় ১টি		—	—	—	১০,০০,০০০.০০
৫।	গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক ক্রয়	—	—	—	—	১,৩০,০০০.০০
৬।	যন্ত্রপাতি ক্রয় (ওয়ার্ড প্রসেস ইউনিট ও ফটো কপিয়ার)	—	—	—	—	৬,৫০,০০০.০০
৭।	পান্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বিশ্বদ্যিালয়ের লেখক/ সম্পাদক/অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ	—	—	—	—	২০,০০০.০০
					সর্বমোট =	৯০,০০,০০০.০০

প্রণয়ন — ৮০টি

প্রকাশন—৮০টি

নয়

ছক কাটার নমুনা

...........................সনের .... মাসের হাজিরা বই

Attendance Register For the Month of ....

ক্রমিক সংখ্যা SL.No	কর্মচারীদের নাম ও পদবী Name and designation of the employes	১লা		২রা		৩রা		৪ঠা		৫ই	

৬ই		৭ই		৮ই		৯ই		১০ই		১১ই		১২ই		১৩ই	

দ্রষ্টব্য : ছক দুইটি পাশাপাশি হইবে।

BANSDOC Library
Accession No. 18549

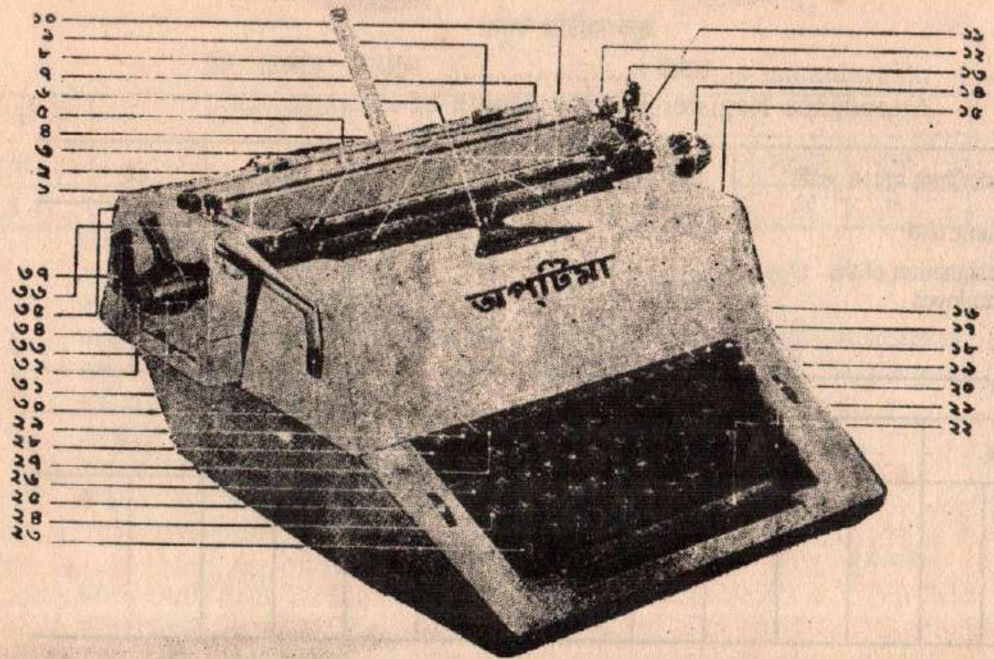

১। পেপার গাইড—Paper guide

২। লেফ্‌ট হ্যাণ্ড মার্জিন সেটার—Left-hand Margin Setter

৩। বেল রোলারস্—Boil Rollers
৪। লাইন ইণ্ডিকেটর উইথ হোলস্ ফর রুলিং—Line Indicator with Holes for Ruling
৫। রিলীজ ফর পেপার সাপোর্ট—Release for Paper Support
৬। রিবন কেরিয়ার এণ্ড টাইপ বার গাইড—Ribbon Carrier and Type Bar Guide
৭। ঈরেজিং টেব্‌ল্ এণ্ড পেপার গাইড—Erasing Table and Paper Guide
৮। ফরম হোল্ডার উইথ এণ্ড অব শিট স্টপ—Form Holder with End of Sheet Stop
৯। রাইট হ্যাণ্ড মার্জিন সেটার—Right-hand Margin Setter
১০। পেপার স্কেল—Paper Scale
১১। প্লাটেন—Platen
১২। রাইট হ্যাণ্ড ক্যারিজ রিলীজ—Right-hand Carriage Release
১৩। পেপার রিলীজ লীভার—Paper Release Lever
১৪। রাইট হ্যাণ্ড প্লাটেন নব—Right-hand Platen Knob
১৫। টব ডিট্যাচেবল—Tob detachable
১৬। টেবুলেটিং ডিভাইস্ উইথ টেন-প্লেচ ডেসিম্যাল টেবুলেটর—Tabulating Device with ten-place Decimal Tabulator
১৭। ট্যাব ক্লিয়ারিং কী—Tab Clearing Key
১৮। টাইপ বার ডিসেনট্যাংলার—Type Bar Disentangler

১৯। ব্যাক স্পেস কী—Back Space Key
২০। রিবন কন্ট্রোল চেন্‌জ—Ribbon Control Change
২১। রাইট হ্যাণ্ড সিফ্‌ট কী—Right-hand Shift Key
২২। স্পেস বার—Space Bar
২৩। লেফট্‌ হ্যাণ্ড সিফ্‌ট কী—Left-hand Shift Key
২৪। সিফ্‌ট্‌ লক—Shift Lock
২৫। টাচ্‌ কন্ট্রোল—Touch Control
২৬। মার্জিন রিলীজ—Margin Release
২৭। ট্যাব কী—Tab Key
২৮। ডব্‌ল স্পেস সেটার—Double Space Setter
২৯। ট্যাব সেট কী—Tab Set Key
৩০। লাইন স্পেস লীভার—Line Space Lever
৩১। লেফ্‌ট প্লাটেন নব—Left Platen Knob
৩২। ভেরিএবল স্পেসার—Variable Spacer
৩৩। লাইন স্পেস সিলেক্টর—Line Space Selector
৩৪। প্লাটেন রিলিজ—Platen Release
৩৫। লেফ্‌ট ক্যারিজ রিলীজ—Left Carriage Release
৩৬। মার্জিন সেটার স্কেল (অর গ্রাজুয়েটড্‌ স্কেল)—Margin Setter Scale (or graduated Scale)
৩৭। টোটাল ক্লিয়ারিং কী—Total Clearing Key